CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-291 ■ 31 July, 2025 ■ আগরতলা ৩১ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারতীয় পণ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক ও অতিরিক্ত জরিমানার ঘোষণা ট্রাম্পের

দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব ঃ কেন্দ্র

ওয়াশিংটন/নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই ।। ভারতের উপরে ২৫ শতাংশ শুল্ক এবং অতিরিক্ত জরিমানা আরোপের কথা ঘোষণা করলেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি জানান, ভারত 'বন্ধুরাষ্ট্র' হলেও, রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি ও সামরিক সরঞ্জাম কেনার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রাম্পের এই শুল্ক ১ অগস্ট থেকে কার্যকর হবে। এই ঘোষণার পর ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক জানিয়েছে, বিষয়টি সরকারের নজরে এসেছে এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে।

এদিন ট্রাম্প লেখেন, মনে রাখবেন, ভারত আমাদের বন্ধু হলেও, বছরের পর বছর ধরে আমাদের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য খুব কম হয়েছে। কারণ, তারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হারে শুল্ক নেয় এবং এমন কিছু অমৌলিক বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে, যা অত্যন্ত বিরক্তিকর। তিনি আরও লেখেন, ভারত সবসময় রাশিয়ার কাছ থেকে তাদের সামরিক সরঞ্জামের বড় অংশ কেনে। পাশাপাশি, চীনসহ তারা রাশিয়ার সবচেয়ে বড় তেলের ক্রেতা। যখন গোটা বিশ্ব চাইছে রাশিয়া ইউক্রেনে হত্যালীলা বন্ধ করুক, তখন ভারতের এই আচরণ মোটেই ভাল নয়। সেই কারণেই, **ভারতকে ২৫ শুল্ক** দিতে হবে এবং উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলির জন্য **অতিরিক্ত জরিমানাও** দিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত ১ অগস্ট থেকে কার্যকর হবে।"

একটি আলাদা পোস্টে ট্রাম্প বলেন, আমেরিকার ভারতের সঙ্গে একটি 'ম্যাসিভ ট্রেড ডেফিসিট' রয়েছে, অর্থাৎ ভারসাম্যহীন রপ্তানি-আমদানি। তিনি অভিযোগ করেন, ভারত আমেরিকান পণ্যের উপর অতি উচ্চ হারে শুল্ক চাপায়, যা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অন্যায্য ও ক্ষতিকর।

সম্প্রতি, আমেরিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম হুঁশিয়ারি দেন, যারা এখনও রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে, তাদের উপর ট্রাম্প ১০০ শতাংশ পর্য্যন্ত শুল্ক চাপাতে পারেন। ওই মন্তব্যে ভারত, চীন ও ব্রাজিলের নাম উল্লেখ করেছিলেন তিনি। ন্যাটো প্রধান মার্ক রুটে-ও রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলির বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, বিশেষ করে ভারত, চীন ও ব্রাজিলের প্রতি।

এর আগে মঙ্গলবার, এয়ার ফোর্স ওয়ান-এ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন, ভারত আমাদের ভালো বন্ধু, কিন্তু তারা প্রায় সব দেশের চেয়ে বেশি শুল্ক নেয় এটা আর চলতে পারে না। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ভারতীয় পণ্যের উপর ২০-২৫ হারে শুল্ক বসানো হতে পারে। একদিন পরেই তা চূড়ান্ত ঘোষণা করলেন তিনি। তথ্য অনুযায়ী, ভারত চেষ্টা করছিল শুল্কহার ১৫-২০-র মধ্যে রাখতে। ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন্সের ক্ষেত্রে আমেরিকা ১৯ শুল্ক নিচ্ছে। ব্রিটেনের জন্য ১০, ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য ১৫ এবং জাপানের জন্যও ১৫ ধার্য্য রয়েছে। সেই তুলনায় ভারত চেয়েছিল অনুরূপ বা কম হারে সুবিধা।

এদিকে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক এবং অতিরিক্ত জরিমানার যে ঘোষণা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাশিয়ায় ৮.৭ মাত্রায় ভূমিকম্প

জাপানের উপকূলে আছড়ে পড়ল সুনামি

মস্কো/টোকিও, ৩০ জুলাই ।। রাশিয়ার কামচাটকা উপকূলে বুধবার ভোররাতে রিখটার স্কেলে ৮.৭ মাত্রার একটি প্রবল ভূমিকম্প আঘাত হানে। যার ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে সুনামি সতর্কতা জারি হয়েছে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্যমতে, পেত্রোপাভলোভস্ক-কামচাটস্কি শহর থেকে প্রায় ১২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১৯.৩ কিলোমিটার গভীরে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল। তাতে তীব্র কম্পন এবং সম্ভাব্য সুনামি সৃষ্টি করার আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমে ৮.০ মাত্রা হিসেবে রিপোর্ট করা হলেও, পরবর্তীতে ইউএসজিএস তা সংশোধন করে ৮.৭ মাত্রা নির্ধারণ করেছে। মঙ্গলবার রাত ১১:২৪ জিএমটি-তে এই ভূমিকম্পটি আঘাত হানে।

এই প্রবল কম্পনের ফলে রাশিয়া, জাপান এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলজুড়ে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ইউএসজিএস সতর্ক করে জানিয়েছে, ভূমিকম্পের তিন ঘণ্টার মধ্যে রাশিয়া ও জাপানের উপকূলীয় এলাকায় ধ্বংসাত্মক সুনামি ঢেউ পৌঁছাতে পারে।

প্রশান্ত মহাসাগর লাগোয়া ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাগুলোর বাসিন্দাদের দ্রুত উচ্চস্থানে সরে যেতে এবং স্থানীয় জরুরি নির্দেশনা মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভূমিকম্প পরবর্তী কিছু ভিডিওতে দেখা গেছে, কামচাটকার বিভিন্ন স্থানে ভবন কেঁপে উঠছে, গৃহস্থালী সামগ্রী এলোমেলোভাবে নড়ছে এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অবকাঠামোর কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তবে সম্পূর্ণ হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি।

জাপান সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এক্স প্ল্যাটফর্মে জানিয়েছে, সুনামি ও বাসিন্দাদের নিরাপত্তার বিষয়ে দ্রুত, নির্ভুল তথ্য নিশ্চিত করুন, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। ক্ষয়ক্ষতির অবস্থা দ্রুত যাচাই করুন এবং মানবজীবন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার সমন্বিতভাবে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাবে। জাপান মেটেরোলজিক্যাল এজেন্সি পূর্ব সতর্ক বার্তায় উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে সম্ভাব্য সুনামি ঢেউয়ের আগমণ সময় ও উচ্চতা নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেখার পরামর্শ দেয়।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে বিক্ষোভে সামিল ছাত্র ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। মাদ্রাসার শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে ছাত্র ছাত্রীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেছে। এদিকে, রাস্তা অবরোধের ফলে অবরোধের দুপাশে প্রচুর গাড়ি আটকে রয়েছে। অবরোধস্থলে প্রচুর পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী মজুত রয়েছে। ওই ঘটনা কৈলাসহরের টিলাবাজার এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, কৈলাসহরের টিলাবাজার এলাকায় অবস্থিত সরকার পরিচালিত টিলাবাজার

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ঊনকোটি প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য রক্ষায়

সংসদে ১০০ কোটির প্যাকেজ দাবি বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই।। আজ লোকসভায়, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিপুল সম্ভাবনাময় অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র ঊনকোটির প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য রক্ষায় এর সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১০০ কোটি টাকা প্যাকেজ এবং পারিপার্শ্বিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রীর নিকট দাবি উত্থাপন করেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তার পাশাপাশি ঊনকোটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা এএসআই অফিসটিকে মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় স্থানান্তরিত করারও দাবি জানান।

সংসদে আলোচনা করতে গিয়ে বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্রের পাশাপাশি সনাতনী আবেগ এবং আস্থার এই পুণ্য ভূমি ন এখানে এক কম, এক কোটি দেব দেবীর মূর্তি সহ পৌরাণিক দৃশ্যের বিভিন্ন প্রতীকী রূপ দৃশ্যমান ন এএসআই এর সঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছে না ন তাতে এর রক্ষায় বাঁধা তৈরী হচ্ছে ন লক্ষ লক্ষ পর্যটক যারা সেখানে যেতে আগ্রহী তাঁদের সুবিধার্থে প্রায় অষ্টম- নবম শতাব্দীর ঐতিহ্য বহনকারী এই স্থানটির পর্যাপ্ত পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং এই পর্যটন কেন্দ্রের যথাযথ বিকাশ সহ, এখানে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য এনএইচ ২০৮ থেকে ঊনাকোটি পর্যন্ত একটা কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার ও প্রশস্তকরণ, ল্যান্ড স্কেপিং, ওপেন এয়ার থিয়েটার, সমাবেশ স্থল, স্যুভেনির শপ, ক্যাফেটেরিয়া, টয়লেট, ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস সহ এই জায়গায় চারপাশে অত্যাবশ্যকীয় পর্যটন সুবিধা ও বিনোদনের অন্যান্য সুযোগ সম্প্রসারণের দাবি জানান।

তিনি আরও বলেন, এএসআই অফিসের কার্য ক্ষেত্র অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ত্রিপুরায় হওয়া সত্বেও মিজোরাম থেকে সে কাজ করার ফলে অনেক বিলম্ব হয়, এবং সঠিক ভাবে তা রূপায়ন সম্ভব হয় না ন তার জন্য এএসআই অফিসটিকে ত্রিপুরায় স্থানান্তরিত করারও জোরালো দাবি জানান।

ত্রিপুরায় লুটের রাজত্ব চলছে, সঙ্গে রয়েছে মথা ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। ত্রিপুরায় বিভিন্ন সরকারি দফতরে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্নীতির সর্মাথক শব্দই হচ্ছে বিজেপি সরকার। ত্রিপুরায় লুটের রাজত্ব চলছে। তার সাথে তিপরা মথা যুক্ত হয়েছে। আজ বিদ্যুৎ, সিএনজি, পিএনজি, পানীয় জল ও গোমতী দুধ-এর বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে গণঅবস্থান এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সাথে এদিন উপস্থিত ছিলেন সি পি আই এম রাজ্য সম্পাদক তথা পলিটব্যুরো সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী,প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে সহ অন্যান্যরা।

এদিন জনসভায় জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরাবাসী বুঝতে পেরেছেন আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তাঁরা এখনো পর্য্যন্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। তারা ভেবেছিল মুনশিয়ানাভাবে নির্বাচনী ইস্তেহারে তৈরী করলেই মানুষ বিজেপি সরকারের প্রতি আকৃষ্ট হবে। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রে বেশি লাভ হয়নি তাঁদের। উপরন্তু রাজ্যবাসীর উপর একের পর এক ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। কিছুদিন আগে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুলের বৃদ্ধির পাশাপাশি জলের বর্ধিত কর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাঁর কথায়, বাম সরকার রাজ্যকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেছিল ২০১৮'তে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে বিজেপি সরকার দাবি করেন তিনি। বিজেপি সরকার রাজ্যে আসার পর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। এরই মধ্যে বিদ্যুৎ, সিএনজি, পিএনজি, পানীয় জল ও গোমতী দুধ-এর মূল্য বর্ধিত করা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রী তৃষার মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তকারী টিম গেল বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ জুলাই।। তৃষার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিনেই তার মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করতে সোনারপুর স্কুলে যায় শিক্ষা দফতরের তদন্তকারী টিম। তৃষার মৃত্যু নিয়ে অবশেষে মুখ খুললো তার সহপাঠীরাও। স্টাফরুমে তৃষার সাথে কি হয়েছিল জানতে চায় সোনারপুর স্কুলের পড়ুয়ারা।

বড়পাথরী সোনাপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর ছাত্রী তৃষা মজুমদারের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার নির্দেশে তদন্তে নেমেছে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালন কমিটি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে গতকাল তড়িঘড়ি ৩(তিন)সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন দপ্তর। যার মধ্যে রয়েছেন লিসা বর্ধন (যুগ্ম অধিকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা), কাজল কুমার ভৌমিক (ওএসডি মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তর) এবং সুদীপ সরকার (ও এসডি পশ্চিম জেলা শিক্ষা অফিস)।

আজ এই তদন্ত কমিটি সোনাপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পৌঁছায়। তারপর প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি, অভিযুক্ত শিক্ষিকা বিনা দাস পাটারি, তৃষার সহপাঠী এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে সবকিছু খতিয়ে দেখেন। তদন্তের মাঝে আমাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তদন্তকারী দলের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ইছাইলাল ছড়ায় ডাকাতি কান্ডে

গ্রেপ্তার কুখ্যাত ডাকাত উদ্ধার পোশাক, অস্ত্র, অর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ জুলাই।। কদমতলা থানার অন্তর্গত ইছাইলালছড়া গ্রামে সংঘটিত এক চাঞ্চল্যকর ডাকাতি মামলায় পুলিশি অভিযানে গ্রেপ্তার হল আরও এক দুর্ধর্ষ ডাকাত। অভিযুক্তের নাম সেলিম উদ্দিন (৩৫), পিতা কমর উদ্দিন, চুরাইবাড়ি থানার পূর্ব ফুলবাড়ি খাদিমপাড়া ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

প্রথমে পুলিশের সন্দেহের তালিকায় উঠে আসে দক্ষিণ হুরুয়া ১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার কম্পু শুক্লা দাস (২৮) ও

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কার্যক্রমের ৫০তম পর্বে

জনগণের প্রতিটি সমস্যা সমাধানে সরকার আন্তরিক ও দায়বদ্ধ ঃ ডা. সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। সরকারকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার অন্যতম একটি পদক্ষেপ "মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু" কার্যক্রম।

জনগণের সেবায় সমর্পিত এই কর্মসূচির ৫০তম সংস্করণ সম্পন্ন হল আজ যা একটি অন্যতম মাইলফলক। বিগত দিনের ন্যায় আজকের কার্য্যক্রমেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনসাধারণ তাদের অভাব অভিযোগের কথা সরাসরি তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রীর সামনে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি এবং তাঁর কার্য্যালয় আন্তরিকতা এবং দায়বদ্ধতার সাথে প্রতি বুধবার এই কার্য্যক্রমে জনগণের প্রতিটি সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, "এই ব্যক্তিগত

আলাপচারিতা কেবল মানুষের সমস্যা সম্পর্কে আমার ধারণাকে আরও গভীর করেনি বরং আরও সহানুভূতি এবং নিষ্ঠার সাথে তাদের সেবা করার সুযোগও দিয়েছে।"

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৫০তম পর্বে আজও মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে সমস্যা পীড়িত মানুষের সাথে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি কথা বলেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাহায্য প্রত্যাশীদের চিকিৎসা, কর্মসংস্থান সহ নানাবিধ সমস্যার কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেন। বিলোনীয়ার রাজনগরের রত্নাবালা পাল তার অসুস্থ ছেলের চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আর্জি জানান। তার ছেলে বর্তমানে মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়্যাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে রত্নাবালা পালের ছেলের চিকিৎসায় সহায়তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। গুরুতর অসুস্থ তেলিয়ামুড়ার সঞ্জয়

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে ফের উদ্বেগ প্রকাশ আশীষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। *রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। আজ একসাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে নারী সংক্রান্ত অপরাধ, বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের উপর আক্রমণ এবং বিরোধী দলের কার্যালয়ে ভাঙচুরের মতো ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। এদিকে আগরতলা শহরের মধ্যে রাতেরবেলা সমাজদ্রোহীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।*

উল্লেখ্য, গত ২৮ জুলাই দক্ষিণ ত্রিপুরার ৩৯ বিধানসভা ক্ষেত্রের চালিতাছড়ি এলাকার কংগ্রেস ভবনের উদ্বোধন

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ৩১ জুলাই, ২০২৫ ইং
১৪ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নিসার’ সফল উৎক্ষেপণ

ভারত ও মার্কিন মুলুকের নাসা-ইসরোর যৌথ উদ্যোগে তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ ‘নিসার’-র সফল উৎক্ষেপণ হইল। বুধবার বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে জিএসএলভি এফ১৬ রকেট ‘নিসার’-র কৃত্রিম উপগ্রহকে নিয়ে রওনা দেয়। যার ওজন প্রায় ২ হাজার ৩৯৩ কেজি। ইসরোর পক্ষ থেকে জানানো হইয়াছে, ‘নিসার’ বা নাসা-ইসরো সিন্থেটিক অ্যাপারচার রেডারকে সফলভাবে কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। যাহা পৃথিবী থেকে প্রায় ৭৪৩ কিমি দূরে এসএসও কক্ষপথের ৯৮.৪০ ডিগ্রিতে অবস্থিত। এই কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর উপরিভাগের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে। এই প্রথমবার মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে নাসা এবং ইসরো একসঙ্গে কাজ করিল। ২০১৪ সালে এই মিশন নিয়া ভারত-আমেরিকার মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছিল।

নিসার” উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণ মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা, বিশেষ করিয়া ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে। আজ, ৩০শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ওছজ্রঝ-চ১৬ রকেটের মাধ্যমে এই উপগ্রহটি সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হইয়াছে।

এই উপগ্রহটির প্রধান উদ্দেশ্য হইলো পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ, বরফের স্তর এবং বাস্তুতন্ত্রের সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলি অভূতপূর্ব নির্ভুলতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা। এটি জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পৃথিবীর পরিবেশের গতিশীলতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করিবে।নিসার প্রকল্প ২০১৪ সালে নাসা এবং ইসরোর মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে শুরু
হইয়াছিল। এটি উভয় সংস্থার মধ্যে দীর্ঘদিনের মহাকাশ সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

নাসা উপগ্রহটির এল-ব্যান্ড রাডার, জিপিএস, ডেটা সঞ্চয় করিবার জন্য উচ্চ-ক্ষমতার সলিড-স্টেট রেকর্ডার এবং পেলোড ডেটা সাবসিস্টেম সরবরাহ করিয়াছে।এস-ব্যান্ড রাডার, জিএসএলভি উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা এবং মহাকাশযান (উপগ্রহের কায়িক গঠন) তৈরি ও সরবরাহ করিয়াছে।নিসার বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ যা দ্বৈত ফ্রিকোয়েন্সির (জ্র-স্কখদ্রত্ম এবং ছ-স্কখদ্রত্ম) সিনথেটিক অ্যাপারচার রাডার (ছজ্ঞ্ট) ব্যবহার করে।এল-ব্যান্ড (জ্র-স্কখদ্রত্ম): নাসা দ্বারা সরবরাহকৃত, এটি ঘন গাছপালা ভেদ করতে এবং মাটির আর্দ্রতা, বনবিদ্যা, এবং হিমবাহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে সক্ষম।এস-ব্যান্ড ইসরো দ্বারা সরবরাহকৃত, এটি কৃষি জমি, শহুরে পরিকাঠামো এবং উপকূলীয় অঞ্চলের উচ্চ-রেজোলিউশনের চিত্রগ্রহণের জন্য অপ্টিমাইজ করা হইয়াছে।

নিসার ভূমি সরে যাওয়া, পানির স্তর কমা বা বাড়া, এবং হিমবাহের ক্ষয় মিলিমিটারের মতো সূক্ষ্মতায় পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে। প্রতিটি পিক্সেল প্রায় একটি টেনিস কোর্টের অর্ধেক আকারের একটি এলাকাকে নির্দেশ করিবে।সকল আবহাওয়ায় কার্যকারিতা: এর রাডার সিস্টেম দিন বা রাত, এমনকি মেঘ এবং কুয়াশার মধ্যেও পৃথিবীর ছবি তুলিতে সক্ষম। এটি প্রতি ১২ দিনে একবার পুরো গ্রহকে স্ক্যান করিবে, যা পরিবেশগত পরিবর্তনগুলির প্রায় রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ সম্ভব করিয়া তুলিবে।

ওজন এবং কক্ষপথ: প্রায় ২,৮০০ কেজি ওজনের এই উপগ্রহটি ৭৪৭ কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীর একটি সূর্য-সমকালীন মেরু কক্ষপথে স্থাপন করা হইয়াছে।

নিসার থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিবে। হিমালয়ের হিমবাহ এবং হিমবাহ হ্রদের বিবর্তন নিরীক্ষণ, গ্লেসিয়ার এবং বরফের চাদরের (হিমালয়, অ্যান্টার্কটিকা, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু) পরিবর্তনের গতি পর্যবেক্ষণ।ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তরের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কতা প্রদান। বন্যা, খরা, এবং ফসলের ক্ষতির পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করিবে।শস্য পর্যবেক্ষণ, মাটির আর্দ্রতা বিশ্লেষণ, এবং খাদ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনায় সহায়তা।উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষয়, বনের আচ্ছাদন এবং বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন নিরীক্ষণ।পরিকাঠামো পর্যবেক্ষণ: বাঁধ, সড়ক, সেতু এবং বড় কাঠামোর স্থিতিশীলতা পর্যবেক্ষণ।নিসার থেকে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক, কৃষক এবং সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, যা পরিবেশ নিয়ে গবেষণা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও সহযোগিতাকে উৎসাহিত করিবে।

আশা করা হইতেছে যে এই উপগ্রহটি ৫ বছর ধরিয়া কাজ করিবে। যদিও প্রাথমিক মিশনকাল ৩ বছর পরিকল্পিত।উৎক্ষেপণের পর এটি ৯০ দিনের ”ইন-অরবিট চেকআউট পর্যায় অতিক্রম করিবে, যেখানে উপগ্রহের সমস্ত যন্ত্রাংশ পরীক্ষা ও ক্যালিব্রেশন করা হইবে, তারপর এটি পূর্ণ বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম শুরু করিবে।নিসার মিশন ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করিয়াছে এবং এটি পৃথিবীর জটিল পরিবেশগত পরিবর্তনগুলি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করিবে।

৪০০০০ পড়ুয়ার অংশগ্রহণে রেকর্ড গড়ল আইআইটি গুয়াহাটির টেকনোথলন ২০২৫ প্রিলিমস

গুয়াহাটি, ৩০ জুলাই : আইআইটি গুয়াহাটির বার্ষিক প্রতিযোগিতা টেকনোথলন ২০২৫-এর প্রিলিমিনারি রাউন্ডে রেকর্ড সংখ্যক ৪০, ০০০ এরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। এটি প্রতিযোগিতার ২২তম বছর, যা এবার আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণও দেখেছে। টেকনোথলন শিক্ষার্থীদের গতানুগতিক চিন্তাধারার বাইরে গিয়ে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করে।

গত ১৩ই জুলাই সফলভাবে আয়োজিত হয় টেকনোথলন ২০২৫-এর প্রিলিমস। সারা ভারত থেকে ২০০টি বেসরকারি স্কুল, ৫০০টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং ১০০টি জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ৪০,০০০ এরও বেশি শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়।শিক্ষার্থীদের দ্বারা আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাটি এবার ২২তম বছরে পদার্পণ করল এবং এতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ পুনরায় শুরু হওয়ায় এটি যুক্তি, সৃজনশীলতা এবং দলবদ্ধ কাজের একটি বৈশ্বিক মঞ্চ হিসেবে নিজের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেছে।টেকনোথলনের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের গতানুগতিক চিন্তাভাবনার বাইরে গিয়ে ভাবতে এবং পাঠ্যবইয়ের বাইরেও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বিকাশে উৎসাহিত করা।প্রিলিমস রাউন্ডটি একটি লিখিত পরীক্ষা ছিল, যা দুটি বিভাগে বিভক্ত ছিল: জুনিয়র (নবম-দশম শ্রেণি) এবং হটস (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি)। শিক্ষার্থীরা জুটিতে অংশ নিয়েছিল এবং চ্যালেঞ্জিং ও অপ্রচলিত সমস্যাগুলি সমাধান করতে একসঙ্গে কাজ করেছিল।টেকনিচ ২০২৫-এর আহ্বায়ক রচিত শাহ বলেন, “এটি একটি কঠিন প্রশ্নপত্র ছিল যেখানে আমাদের সত্যিই মাথা খাটাতে হয়েছিল। প্রতিটি সমস্যাই একটি ধাঁধার মতো ছিল যা আমাদের ভিন্নভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে। সেরা সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আমাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি দেখতে হয়েছিল। এটি সত্যিই আমাদের মস্তিষ্কের অনুশীলন করিয়েছে।”২০০৪ সালে মাত্র ২০০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি ছোট ঘর থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতাটি এখন তরুণ প্রতিভাদের একটি বৈশ্বিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত এবং লাভের পরিবর্তে আবেগের দ্বারা চালিত টেকনোথলন ভারত ও বিশ্বের হাজার হাজার অংশগ্রহণকারীদের জন্য ভিন্নভাবে চিন্তা করার, সৃজনশীলভাবে সমাধান করার এবং একসঙ্গে শেখার একটি মঞ্চ হয়ে উঠেছে।

সত্যজিতের ছেলেবেলার ছবি

সুব্রত রায়

বাংলায় সম্পদশালী শিশু সাহিত্য থাকলেও ছোটদের জন্য ভালো বাং বাংলা চলচ্চিত্র খুব কমই নির্মিত হয়েছে। আর যা হয়েছে তার সিংহভাগই সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর কিছু সুবিধাও ছিল, কারণ রায় পরিবার থেকেই বাংলার অধিকাংশ শিশু সাহিত্যিকরা এসেছিলেন। ফলে শিশুদের যে জগৎ সে সম্পর্কে সত্যজিতের একটা - স্পষ্ট ধারণা থাকাই স্বাভাবিক। পরে “সন্দেশ” পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে তিনি হাতে কলমে কাজের মধ্য দিয়েই শিশুদের জগতে প্রবেশ করলেন এবং শিশুমনস্কতা সম্পর্কে তার ধ্যানধারণা আরো পুস্ট হলো। সর্বোপরি তিনি নিজেও একজন শিশু সাহিত্যিক রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

শিশু চলচ্চিত্রের স্তরভেদ আছে। সব শিশুচিত্র সব বয়সের শিশুদের বোধগম্য বা গ্রহণীয় নাও হতে পারে। এ ব্যাপারে ছোটদের ভালোলাগে রূপকথার গল্প বা জন্তুজানোয়ারদের নিয়ে ছবি। সম্ভবত সত্যজিৎ রায় এদের কথা ভেবেই উপেন্দ্রকিশোরের রূপকথার গল্প অবলম্বনে নির্মাণ করলেন, “গুপি গাইন বাঘা বাইন” ছবিটি। আর সত্যজিতের সৃষ্টিশীলতায় তা শুধু বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্রই হয়ে উঠল না, হয়ে উঠল আবাল-বৃদ্ধ বনিতার ভালো লাগার ছবি। জনপ্রিয়তার নিরিখে এই ছবি কলকাতায় সম্মিলিতভাবে ১০০ সপ্তাহ চলেছিল। যা সেই সময় ছিল রেকর্ড। দুঃখজনক হলেও সত্যি সেই রেকর্ড বাইশ বছর পর ভেঙে দিল “বেদের মেয়ে জোৎস্না” ছবিটি। একটি সার্থক ছোটদের ছবি বয়স্কদের বিনোদিত করে আর রূপক হলে বয়স্কদের দৃষ্টিতে তা অতিরিক্ত মাত্রাও পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের দেশের ছোটদের ছবি নিয়ে আলোচনার সময় বিশেষ করে তা সত্যজিৎ রায়ের ছবি হলে সেটি কি কারণে শিশুচিত হয়ে উঠলো সে আলোচনা প্রায় হয় না, যা থাকে তা হলো বয়স্কদের - দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা। ফলে একটি ছোটদের ছবি ছোটদের কাছে উপভোগ্য - হলো কিনা বা তাদের মানসিকতায় ছবিটি কি প্রভাব ফেললো এ সবই থাকে উপেক্ষিত। আমার আলোচনাকে আমি শিশুচিত্রের সার্থক অসার্থকতার প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবো। কিন্তু অত্যন্ত সবিনয়ে জানিয়ে রাখি তা বোধহয় সবসময় সম্ভব হবে না। কেননা সত্যজিৎ রায়ের এই ছোটদের ছবিগুলি আট বছরের বালক, পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় বা আশি বছরের বৃদ্ধের কাছে আলাদা আলাদা ভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এর প্রধান কারণ হলো সত্যজিৎ রায়ের ছবি সবসময়ই বহুমাত্রিক। শিল্পের অনেকগুলি। স্তরে একই সঙ্গে সেগুলি বহমান থাকে। উপেন্দ্রকিশোরের “গুপি গাইন বাঘা বাইন” এর সাহিত্যের ভাষাকে সত্যজিৎ যখন চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপান্তর ঘটালেন তখন সেট-সেটিং, ক্যামেরা, মেক-আপ, সংলাপ, সম্পাদনা, গান প্রভৃতি চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয়কে ছোটদের মনস্কতার উপযোগী করে ব্যবহার করলেন। ফলে কাহিনীর রূপকথার যে জগৎকে তারা কল্পনা করতো তা প্রত্যক্ষ করে তার উপভোগ্যতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল।

ছবির বাস্তব তাংশে গ্রাম থেকে বিতাড়িত গুপী যখন প্রবাদ প্রবচনের মতই সন্ধ্যার মুখে বনের ধারে এসে পড়ে বাঘের ভয়ে ভীত হয়ে পড়লো, তখন শিশু মনে যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় ঢোলে জল পড়ার আওয়াজ তার সঠিক পরিপূরক। অবশ্য বাঘের বদলে বাঘার সঙ্গে দেখা হয়। এটা লক্ষ্যণীয় যে বাঘার গ্রাম থেকে বিতাড়নের কাহিনী দেখানো হয় না, যে লোভবেশিরভাগই পরিচালক সম্বরণ করতে পারতেন না। এটাই পরিমিত বোধ।

ভূতের বাজার আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই রূপকথার জগৎ শুরু। ছবিটি ভূত নামক কুসংস্কার থেকে ছোটদের মনকে মুক্ত করতে না পারলেও পুরোনো ধারণায় ভাঙন আনা হলো। ছবির ভূত ভীতির সঞ্চার না করে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করলো এবং গুপী-বাঘার ভাগ্য ফিরিয়ে দিল। এখানে লক্ষ্য করি যে গুপী-বাঘা ভূতের রাজার সঙ্গে কথা বলছে, আবার বর পাওয়ার পর দেখি যে তারা ঘুমোচ্ছে। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটা বাস্তব না স্বপ্ন এটা পরিচালক দর্শকদের কাছে একটু ঘোলাটে করেই রেখেছেন। আর ভূতের রাজার পেছনে চলচ্চিত্রে বৈদ্যুতিন ব্যবহারের মাধমে সত্যজিৎ কি সায়েন্স ফিকশনের কথা বললেন। সেটা কি অন্যগ্রহের জীব না অন্য কিছু? এই ছবিতে গুপী-বাঘার প্রধান অস্ত্র হলো গান। মানুষের গান-বাজনা যে অনুভূতি আনে যা তাকে ক্ষণিকের জন্য তন্ময় করে দেয়। এই বাস্তব ক্ষমতাকেই। রূপকথার অংশে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যাদুকর বরফির ক্ষমতাও অলৌকিক নয় বরং বিজ্ঞান নির্ভর। তার প্রমাণ তার ল্যাবরেটরি আর অনিচ্ছুক। সৈন্যদের যুদ্ধে পাঠানো হয় সম্মোহন করার ভঙ্গিতে। ছবিতে রূপকথার জগৎ ঠিক করতে না পারলে শিশুদের মন যে ভরবে না, এটা সত্যজিৎ রায় জানতেন। অথচ বাংলা ছবির সীমিত বাজারের জন্য এলাহী খরচ সম্ভব নয়। তাই নিজের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে তাঁকে সেই অভাব পূরণ করতে হয়েছে। নেগেটিভ ব্যবহার করে তিনি ভূতের রাজার রূপ দিলেন আর টেপের গতির হেরফের করে মানুষের স্বরকে বিকৃত করলেন। এবং সেইভাবে ভূতের রাজার গলার স্বরের এফেক্ট আনলেন। ভূতের রাজার গলাটি আসলে সত্যজিৎ রায়ের গলা, যেখানে ওই এফেক্টটা দেওয়া হয়েছে। আর ভূতের নাচের দৃশ্য তিনি যে পদ্ধতিতে তুললেন তা এককথায় অভিনব। এই ভূতের নাচের দৃশ্যটি এবং তার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের অপূর্ব ব্যবহার এই ছবির সম্পদ। এই দৃশ্যটি শিশু থেকে বোদ্ধারা সবাই উপভোগ করবে, আর এই নাচের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকে খুঁজে নিতে পারেন। রূপকথার জগৎ সৃষ্টিতে মেকআপ বিরাট ভূমিকা নেয়। নানা দেশের সাজসজ্জা থেকে সত্যজিৎ উপকরণ সংগ্রহ করেন। জাদুকর বরফির কালো চৌকো চশমা ঢাকা চোখ ও দাড়ি ঢাকা মুখ তাকে শিশুদের কাছে বেশ রহস্যময় করে তোলে। তার মাথার দুটো শিং পিকিং অপেরা থেকে নেওয়া। শুন্ডির রাজার সাদা পোশাকের বিপরীতে হায়া রাজার পোশাকে কালো ভাব কুচক্রীর ছাপের ইঙ্গিত দেয়। সেট-সেটিং ও রূপকথার পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। হাল্লার রাজার ঘরে হিংস্র পশুদের মুখ ভয়ংকর পরিবেশ সৃষ্টি করে আর শুন্ডির রাজ্যে গুপী বাঘার বসার ঘরের মধ্যে ফোয়ারা আর বাঘার সংলাপ, “ব্যবস্থা বেশ ভালোই” এক আনন্দময় পরিবেশের আভাস দেয়। ছবিটিকে আরো বেশি জমাটি ও মনোগ্রাহী করে তুলতে গান একটি মস্ত বড় ভূমিকা নেয়। এই গানের মধ্য দিয়ে সত্যজিতের অন্য এক প্রতিভার সন্ধান পাই। এই গানগুলির সহজ সরল ভাষা ও সুর শিশুমন স্পর্শ করে। এই গান দিয়েই গুপী-বাঘা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে। “গুপী গাইন বাঘা বাইন” এর পরবর্তী পর্যায়ের ছবি “হীরক রাজার দেশে” ছবিটির রস একেবারে ছোট শিশুরা ততখানি আস্বাদন করতে পারবে না, যতটা পারবে কিশোররা। এর একটা কারণ হতে পারে ওই ছবির কাহিনীকার সত্যজিৎ নিজে, যিনি মূলত কিশোরদের জন্যই গল্প লিখতেন। তবে জরুরী অবস্থার অব্যবহিত পরে নির্মিত এই ছবিটিতে জরুরী অবস্থাকালীন স্বৈরতান্ত্রিকতা সত্যজিতের শিল্পী মনকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। সত্যজিৎ নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে দরিদ্রদের উৎখাত করার দৃশ্যটা জরুরী অবস্থার সময়ে দিল্লির অনুররূপ ঘটনার (Great clean up) এর প্রতিফলন। ফলে ছবিটি পুরোপুরি রূপকথা হলো না, বাস্তব এসে মেশে। শুধুমাত্র গুপী-বাঘার গান দিয়ে রাজা পরাভূত হননি, জনশক্তির প্রয়োজন হয়। শিক্ষক উদয়ন, তার ছাত্ররা এবং শ্রমিক কৃষক সেই সংগ্রামে অংশ নেয়। গুপী-বাঘা সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে মাত্র। রূপকথা না হয়ে ছবিটি হয়ে যায় রূপক। তাই আধুনিক সমাজে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সত্যজিতের কটাক্ষ বা মগজ ধোলাইয়ের মত ব্যাপারগুলি, যেগুলি সরাসরি বলায় বাধা বিপত্তি অনেক, সেখ সেগুলি রূপক হিসাবে আসে। তবে এগুলি ছোট শিশুদের কাছে কঠিন হলেও কিশোরদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। রাজসভার দৃশ্যটিতে বোঝা যায় দেশের আসল অবস্থাটা। একদিকে রাজা ও তার সভাসদ ও অন্যদিকে অভুক্ত, অর্ধভুক্ত ও অত্যাচারিত মানুষ। সভায় ব্যবহৃত লোকগীতিটি কত সহজ, সরল অথচ কথা, সুর ও গায়কীর গুণে হৃদয়বিদারক যা কিশোর মনেও মানবিক অনুভূতি সৃষ্টি করে। ছোটদের চলচ্চিত্রের অন্যতম শর্ত হলো বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে শিক্ষার বীজ বুনে দেওয়া। আমার বিশ্বাস ছবিটি দেখার পর শোষিত মানুষের প্রতি ছোটদের মনে সহানুভূতির উদ্রেক করবে। আর সেটা হলো একটা মস্ত বড় প্রাপ্তি।

তবে ছবি দেখতে এসে ছোট শিশুরা একেবারে নিরাশ হয় না। এখানেও“গুগাবাবা”র মতোই আছে মন মাতানো সহজ সরল গান। আর আধুনিক কবিতাতেও যেখানে ছন্দের অভাব, সত্যজিৎ সেখানে সংলাপে নিয়ে এলেন ছন্দ। আর রাজকোষে সত্যজিৎ যেভাবে বাঘ হাজির করেছেন (সঙ্গে গান) তাতে শিশুমনে একসঙ্গে বিস্ময়, শিহরণ ও পুলক জাগে। শেষ দৃশ্যে মূর্তি ভাঙার দৃশ্যটিতে-প্রেক্ষাগৃহের কলরব থেকে বোঝা যায় ছোটরা এই দৃশ্যটি খুব উপভোগ করেছে। তবে মূর্তি ভাঙার দৃশ্যে রাজার নিজের অংশগ্রহণ ছোটদের মনস্তত্বের দিক থেকে আমার নেতিবাচক বলেই মনে হয়েছে। রাজার শাস্তি হওয়া সমুচিত ছিল। সত্যজিতের অপর দুটি ছোটদের ছবি তাঁরই সৃষ্ট ফেলুদা চরিত্রকে অবলম্বন করে মূলত কিশোরদের জন্য নির্মিত গোয়েন্দারহস্য। কিশোরমনে ভায়োলেন্সের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সত্যজিৎ সজাগ। বুদ্ধির জোর অর্থাৎ মগজাস্ত্র যার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, তাই এই ধরনের কাহিনীতে অপরাধীকে ধরতে সাহায্য করে।

“সোনার কেল্লা” ছবির কাহিনীর উৎস জাতিস্মর। এর অবশ্য খুব জোরালো কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায়নি। ছবিটি দেখতে কিশোরদের ভালো লাগবে কাহিনীর দুরন্ত গতি ও নৈসর্গিক দৃশ্যের জন্য। ভালো লাগবে লালমোহন বাবুকে। তাঁর মজার মজার সংলাপের জন্য। আর ফেলুদার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিধি বিরাট। অনেক সময় আমার মনে হয় “ফেলুদা” হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের “অল্টার ইগো”। সেই বাগবৈদগ্ধ, সেই মেধার দ্যুতি আর চিন্তার পারম্পর্য। তাঁর কথাবার্তায় তোপসের সঙ্গে ছোটরাও প্রচুর কিছু জানতে পারে। সোনার কেল্লা ছবিটি শেষ পর্যন্ত ওই পূর্বজন্মের স্মৃতি বা জাতিস্বর তত্ত্বে ছোটদের বিশ্বাস ধরিয়ে দেয় না। কারন ওই ঘটনার মাধ্যমে ছবি শুরু হলেও ছবিটা চলে যায় রাজস্থানের নতুন নতুন জায়গায় নতুন নতুন রহস্যের জট ছাড়াতে।

“জয় বাবা ফেলুনাথ” ছবিটিতে কিন্তু শুধু অপরাধীদেরই খুঁজে বার করা হয় না। বকধার্মিকদের মুখোশও খুলে দেওয়া হয় ছবিটিতে। ভণ্ড সাধুটির নাম মাছলিবাবা কেননা সে নাকি সাঁতার কেটে কাশীতে এসেছিল। নামটায় যেমন ছোটরা মজা পাবে আবার নামটার মধ্য দিয়ে ছোটদের মনে একটা সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হবে। কেননা নামটির সাথে কোথায় যেন বকধার্মিক কথাটির একটা মিল আছে। আর কাশীকে প্রেক্ষাপট হিসাবে বেছে নেওয়ার কারণ মনে হয় ওখানেই বহু সাধু সন্ন্যাসীর নানারকম অলৌকিক কার্যকলাপের কথা শোনা যায়। মছলিবাবার স্বরূপ উদঘাটন করে সত্যজিৎ দেখালেন যে এসব ভণ্ডরা শুধু প্রতারক নয়, এদের সঙ্গে under world-এরও যোগ আছে। মগনলাল মেঘরাজ সেই under world-এর মসিহায় বড়ি বিল্ডারের পেশির সঙ্গে মন্দিরের কারুকাজকে তুলনা করে তিনি মানুষের চিন্তা ও রুচি পরিবর্তনের বার্তা ঘোষণা করলেন। সবশেষে সত্যজিৎ ষাটের দশকের গোড়ায় ১৬ মিমি ক্যামেরায় বিদেশি টেলিভিশনের জন্য “টু” বলে ২০ মিনিটের যে ছবিটি তোলেন তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করবো। ছবির দুটি মূল চরিত্রই শিশু। একটি শিশু ধনী যে প্রকাণ্ড অট্টালিকায় থাকে। আর অন্যজন দরিদ্র, সে অদূরে একটি কুঁড়ে ঘরে থাকে। এসব দ্বন্দ্ব (সত্যজিৎ যাকে খুনসুটি বলেছেন) এ ছবির প্রধান উপজীব্য। ছবিটিতে কোনো সংলাপ নেই। শুধু আছে সঙ্গীত। ধনী শিশুটির কাছে ঘরভর্তি নানারকম খেলনা আর দরিদ্র শিশুটির টুকিটাকি খেলনা ও একটি বাঁশি। দরিদ্র শিশুটি বাঁশি বাজায় আর তা দেখে ধনী শিশুটি ক্লারিওনেট বাজায়। এইভাবে চলে জারিজুরি খাটানোর প্রতিযোগিতা। শেষমেশ দরিদ্র ছেলেটি ঘুড়ি ওড়ায়। তখন বড়লোকের ছেলেটি এয়ারগান দিয়ে ঘুড়িটি ফাঁসিয়ে দেয়। আবার ধনী শিশুটির দম দেওয়া রোবটটি তার খেলাঘরটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এরপরেও দরিদ্র শিশুটি আবার তার বাঁশিতে সুর তুলেছে। তাকে যেন কোনোভাবেই হারানো যাচ্ছে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রূপকথার জগৎ সৃষ্টিতে মেকআপ বিরাট ভূমিকা নেয়। নানা দেশের সাজসজ্জা থেকে সত্যজিৎ উপকরণ সংগ্রহ করেন। জাদুকর বরফির কালো চৌকো চশমা ঢাকা চোখ ও দাড়ি ঢাকা মুখ তাকে শিশুদের কাছে বেশ রহস্যময় করে তোলে। তার মাথার দুটো শিং পিকিং অপেরা থেকে নেওয়া। শুন্ডির রাজার সাদা পোশাকের বিপরীতে হাল্লা রাজার পোশাকে কালো ভাব কুচক্রীর ছাপের ইঙ্গিত দেয়।

বিজ্ঞান প্রভাবিত করে ইতিহাসকে

সুজাতা মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস চর্চায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস (হিস্ট্রি অব সায়েন্স, টেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড মেডিসিন সংক্ষেপে যাকে বলা হয় এইচআইএসটিইএম বা হিস্টেম) অতীতের এবং সমসাময়িক পর্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনকে নতুন আঙ্গিকে বুঝতে সাহায্য করেছে। ভারতের আধুনিক (এবং প্রাকআধুনিক) যুগের হিস্টেম-এর গবেষক ও চর্চাকারীরা বিগত কয়েক দশকের লেখালিখিতে প্রধানত তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানের সামাজিক চরিত্র ও প্রকৃতি এবং সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতার বৈশিষ্ট্য। তাঁদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের গভীরে ঢুকতে হলে তা হিস্টেম-কে বাদ দিয়ে আদৌ সম্ভব না।

সরকারি নীতির বিভিন্ন পর্যায়, জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পেশাদারিত্বের বিকাশ ও স্তরবিন্যাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও বিস্তারে ভারতীয়দের এবং অ-ভারতীয়দের ভূমিকার স্বরূপ, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন ও পরিবেশ সংক্রান্ত নানা আইন ও বিধি নিষেধের প্রচলনের কাহিনি এই ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু হিসাবে আমাদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ব্রিটিশ ভারতের বিজ্ঞান প্রযুক্তি চিকিতাবিদ্যা ও পরিবেশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছিল তাদের কী রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যথাযথ? ঔপনিবেশিক আমলকে কি ভারতে আধুনিক তথা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের এবং আধুনিক ভারতের কারিগরি ও প্রযুক্তির বিকাশের খতিয়ান হিসাবে দেখাই যুক্তিযুক্ত? প্রাকব্রিটিশ পর্বের জ্ঞানজগতের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী রকম ছিল? উপনিবেশিক বিজ্ঞান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লক্ষ্যকে পূরণ করার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নিয়েছিল? ভারতীয়রা কী ভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে গ্রহণ বা বর্জন করার কথা ভেবেছিলেন? স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের ক্ষেত্রেই বা এ সব ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের চরিত্র এবং তাতপর্য কী রকম? এই সব অনুসন্ধানের ফলে উপনিবেশিক আমলে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণে বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ কোন ভূমিকা ও কী ভাবে পালন করেছিল এবং স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সম্পর্কের মূল্যায়নে সমাজবিজ্ঞানীদের চর্চা অভিনবত্ব অর্জন করেছে।

ভারতে হিস্টেম-চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃতজওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রথিতযশা অধ্যাপক দীপক কুমারের সম্মাননায় নিবেদিত, এবং বর্তমানে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও দীপক কুমারের কৃতী ছাত্র সুভোব্রত সরকার সম্পাদিত এই আলোচিত গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধমালা এই বিষয়গুলোর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সব মিলিয়ে পনেরোটি প্রবন্ধকে সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি, টেকনোলজি অ্যান্ড কালচার, এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুজ এবং মেডিক্যাল এনকাউন্টারস, এই চার ভাগে সাজিয়ে পেশ করা হয়েছে। প্রথম অংশের অন্তর্গত তিনটি প্রবন্ধে তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তির কার্যকলাপের মূল্যায়ন করেছেন আলোচকরা।

উনিশ শতকের ভারতে উচ্চশিক্ষিত এলিট সমাজের একাংশের ঝোঁক ছিল পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে পেশাদারি বিজ্ঞানচর্চা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও প্রতিষ্ঠা অর্জন। আবার অনেকে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চাকে দেশীয় ভাষায় প্রচার করে জনসাধারণের মধ্যে তার প্রসার। প্রথম অংশের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের মেটেরিয়া মেডিকা-র অধ্যাপক, চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর পাঠ লাভের জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়া প্রথম ভারতীয়, ডারউইনের ছাত্র ও প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক রবার্টগ্রান্টের প্রিয় ছাত্র সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী। তাঁকে নিয়ে আলোচনা করেছেন জন ম্যাথু।

দ্বিতীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বাংলার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং মহারাষ্ট্রের বালাজি প্রভাকর মোদক। এঁদের অবদানের বিশিষ্টতাকে তাঁদের প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন যথাক্রমে শান্তনু চক্রবর্তী ও অভিধা ধুমটকর। শিজু শ্যাম ভারুগিস তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন স্বাধীনতার-পরবর্তী সময়ে কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠান কী ভাবে পপুলার সায়েন্স মুভমেন্ট-এর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান চর্চার গণতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। “প্রযুক্তির ইতিহাস” শিরোনামাঙ্কিত দ্বিতীয় ভাগে ওয়াই শ্রীনিবাস রাও মাদ্রাজে বিদ্যুতের আগমন ও তার সঙ্গে নগরায়ণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কী ভাবে ১৮৯৫ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে বিদ্যুতবিলাসিতা থেকে প্রয়োজন হয়ে উঠল। সুভোব্রত সরকার তাঁর প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক শাসনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ভারতের “এলিট” সম্প্রদায় কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান আয়ত্ত ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের জায়গায় আমেরিকার সুপারপাওয়ার হিসাবে উত্থান, জিয়োলজিক্যাল সার্ভে-র ভূমিকা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে কপিল সুব্রহ্মণ্যম আলোচনা করেছেন কী ভাবে বিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের সেচক্ষেত্রে নলকূপের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, সবুজ বিপ্লবকেও তা কী ভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরাধীন ভারতে এবং স্বাধীনতার পরে ভারতে খনিজ তেলের ব্যবহারের বিবর্তনের ক্ষেত্রে রণভূমি থেকে মানুষের ঘরে ঘরে তার প্রয়োজন ব্যাপকতা লাভ করার ইতিহাসের অনুসন্ধান করেছেন শরন্ধ্যা জৈন। চতুর্থ অংশে সাহারা আহমেদ মোটামুটি ভাবে ১৮৬০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বিস্তৃত কালপর্বে বাংলায় খনিজ শিল্পের বিকাশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক তাতপর্যের পাশাপাশি পরিবেশের উপরে তার প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান করেছেন। হিমাংশু উপাধ্যায় পশুচারণভূমি নিয়ে সরকারি নীতি ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্রিয়াকলাপ, ও নির্মল মাহাতো ১৮৯০ থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত পুরুলিয়ার পরিবেশের অবনতির বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন। চতুর্থ অংশের অন্তর্গত জয়ন্ত ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে লিয়ো টলস্টয়-এর উপন্যাস দ্য ডেথ অব ইভান ইলিচ-এর প্রসঙ্গের উল্লেখ করে শরীর, অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয়ে দার্শনিক ও নৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনার বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে আয়ুর্বেদ পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঈশ্বর রাও তাঁর প্রবন্ধে বিশ শতকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে যক্ষ্মা রোগের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ধ্রুব কুমার সিংহ হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপের সামাজিক ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। শেষ প্রবন্ধকার রাধা গায়েত্রী দিল্লির সেন্ট স্টিফেন সকে মূল কেন্দ্র করে মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিদের অবদানের উপরে আলোকপাত করেছেন।

তথ্যনির্ভর, যুক্তিনিষ্ঠ, গবেষণাধর্মী, সুলিখিত প্রবন্ধগুলি হিস্টেম-চর্চায় নতুন ভাবনাচিন্তার রসদ জোগাবে। বিষয়ের অভিনবত্ব ও বহুমাত্রিকতা এই বইয়ের প্রশংসনীয় সম্পদ। বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি এই বইয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। সম্পাদকের সুচিন্তিত মূল্যবান ভূমিকা বইটির ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে। সূর্যকুমার গুডিভ সম্পর্কিত প্রবন্ধ চিকিতা বিষয়ক অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যেত কি না এই প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে তার ফলে বইয়ের সামগ্রিক মান কোনও ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এ কথা বলা চলে না। দীপক কুমারের মতে, দু’টি পৃথক সংস্কৃতির (সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ) যদি ‘‘এপিস্টেমোলজিক্যাল রিইউনিফিকেশন” করার প্রয়োজন হয়, তবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ ও চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস সেতু হিসাবে কাজ করবে। এই কথাকে স্বীকার করে নিয়ে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সমাজবিজ্ঞানের অনুসন্ধিতু পাঠক, শিক্ষার্থী, গবেষক, বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাসের চিন্তক এবং বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষক এবং সাধারণ পড়ুয়াদের জন্য এই বই আকর্ষণীয় একটি প্রকাশনা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

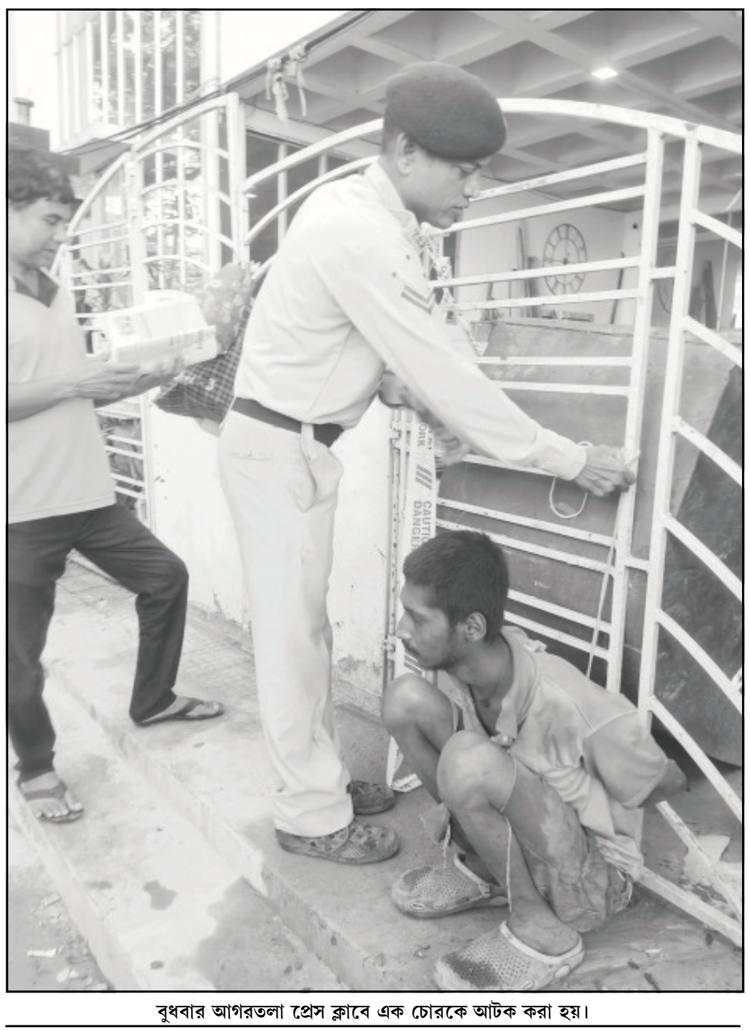

বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক চোরকে আটক করা হয়।

গত এক দশকে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইয়ে মোদী সরকারের ঐতিহাসিক সাফল্য: রাজ্যসভায় জয়শঙ্করের দাবি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থানগত পরিবর্তনের স্পষ্ট চিত্র সংসদের উচ্চ কক্ষে তুলে ধরলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। রাজ্যসভায় 'অপারেশন সিঁদুর'-এর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, গত এক দশকে মোদী সরকার সন্ত্রাসবাদকে বিশ্ব মঞ্চে জোরালোভাবে তুলে ধরেছে। এটি ভারতের কূটনৈতিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়।

জয়শঙ্কর বলেন, ইউপিএ আমলে ২০০৬ সালে মুম্বই ট্রেন বিস্ফোরণে ১৮৬ জন, ২০০৭ সালে হায়দরাবাদে ৪৪ জন, ২০০৮ সালে জয়পুরে ৬৪, আহমেদাবাদে ৫৭ জন নিহত হন এবং মুম্বইয়ে ২৬/১১ হামলায় দেশ কেঁপে ওঠে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, তখন বিশ্ব দেখেছে ভারতের প্রতিক্রিয়া কী ছিল। পাকিস্তানকে দায়ী করার পরিবর্তে তখনকার সরকার কেবল নিন্দা ও আলোচনার পথ বেছে নিয়েছিল।

জয়শঙ্কর বলেন, উরি হামলার পর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, পুলওয়ামার পর বালাকোট এয়ারস্ট্রাইক এবং বর্তমানে 'অপারেশন সিঁদুর' এসবই প্রমাণ করে যে ভারত এখন সক্রিয়ভাবে জবাব দিচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, গত দশকে ভারত ব্রিকস, এসসিও, কোয়াড এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কগুলির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ঐক্যমত গড়ে তুলেছে। আজ গোটা বিশ্ব ভারতের চেষ্টাতেই সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনা করেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, মাসুদ আজহার ও আব্দুল রেহমান মাক্কি-র মতো কুখ্যাত জঙ্গিদের জাতিসংঘে সন্ত্রাসবাদী ঘোষণার মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে ২৬/১১ হামলার স্থল তাজ হোটেলে সন্ত্রাসবিরোধী বৈঠক করে আমরা বিশ্বকে কড়া বার্তা দিয়েছি। ২৬/১১ হামলায় অভিযুক্ত তহাওওর হুসেন রানা-কে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। জয়শঙ্কর জানান, জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণকারী দল তাদের প্রতিবেদনে প্রথমবার টিআরএফ-এর নাম উল্লেখ করেছে এবং লস্কর-ই-তৈবা-র সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি স্বীকার করেছে। পহেলগাম হামলার জন্য টিআরএফ দায়ী, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। তিনি আরও বলেন, এই প্রথম ব্রিকস সম্মিলিত বিবৃতিতে কোনো নির্দিষ্ট সন্ত্রাসী হামলার (পহেলগাম) উল্লেখ করে তা নিন্দা করা হয়েছে। এটি ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য।

অসমের অভিনেত্রী নন্দিনী কাশ্যপের গাড়ির ধাক্কায় ছাত্রের মৃত্যু

গুয়াহাটি, ৩০ জুলাই : অসমের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নন্দিনী কাশ্যপকে বুধবার ভোররাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর গাড়ির ধাক্কায় ২১ বছর বয়সী নলবাড়ি পলিটেকনিকের ছাত্র সামিউল হকের মৃত্যু হয়েছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ২৫ জুলাই রাতে গুয়াহাটির উদালবক্রা এলাকায় ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, নন্দিনী কাশ্যপকে বুধবার রাত ১:৩০ টার সময় উত্তর গুয়াহাটির রাজধানী থিয়েটারের মহড়াস্থল থেকে গ্রেফতার করে ডিসপুর থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। আজ তাকে আদালতে পেশ করা হবে।

গুয়াহাটি মহানগর ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) জয়ন্ত শারথি বোরার মতে, এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা(বিএনএস) এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার(বিএনএসএস) অধীনে মামলা রুজু করা হয়েছে। ধারাসমূহের মধ্যে রয়েছে বিএনএস ১০৫ (অপরাধমূলক হত্যাকাণ্ড, যা খুন নয়) এবং বিএনএসএস ১২৪বি (হিট-অ্যান্ড-রান, যার ফলে মৃত্যু ঘটেছে)। এই অপরাধগুলি জামিন অযোগ্য।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত কাশ্যপ একটি দ্রুতগামী বোলেরো এসইউভি চালাচ্ছিলেন। ওই গাড়ি সামিউল হককে ধাক্কা দিয়েছে। দুর্ঘটনার সময় সামিউল গুয়াহাটি পৌর নিগমের (জিএমসি) স্ট্রিটলাইট মেরামতের দলে কাজ করছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ধাক্কা মারার পর গাড়িটি না থেমেই চলে যায়।

পুলিশের এক তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান, দুর্ঘটনা ঘটেছিল ২৫ জুলাই রাতে। কিন্তু আমরা সে দিন কোনো তথ্য পাইনি। ২৬ জুলাই ওই যুবকের পরিবারের অভিযোগের পর ঘটনাটি আমাদের নজরে আসে। তিনি আরও জানান, অভিযোগ উঠেছে যে নন্দিনী মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন, কিন্তু পরের দিন খবর পাওয়ায় তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

সামিউলকে প্রথমে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে অ্যাপোলো হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চারদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের পর ২৯ জুলাই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মাথায় গুরুতর আঘাত এবং একাধিক হাড় ভাঙার চিহ্ন ছিল।

জিএমসি-র সহকর্মীরা জানান, তারা গাড়িটিকে ধাওয়া করে কাহিলিপাড়া এলাকার এক অ্যাপার্টমেন্টে খুঁজে পান। অভিযোগ, সেখানে কাশ্যপ গাড়িটি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন এবং এক পথচারীকে মারধর করেন। কারণ, ওই পথচারী মোবাইলে ভিডিও ধারণ করেছিলেন।

পুলিশ ইতিমধ্যে কাশ্যপের দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে গোটা রাজ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। অল অসম পলিটেকনিক স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আপসু) ডিসপুর থানায় এফআইআর দায়ের করেছে এবং দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছে।

সামিউলের মা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমরা আমাদের ছেলের মৃত্যুর ন্যায়বিচার চাই। সে (নন্দিনী) একবারও এসে দেখেনি। চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে বলেছিল, কিন্তু বিপদের সময় ছেড়ে পালিয়েছে। সমাজমাধ্যমে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা চলছে। নেটিজেনরা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে ডিসিপি বোরার বক্তব্য, অভিনেত্রী তদন্তে সহযোগিতা করছেন এবং ২৬ জুলাই থানায় এসেছিলেন।

এদিকে, ঘটনার প্রেক্ষিতে 'রাজধানী থিয়েটার' সংস্থা নন্দিনী কাশ্যপের সঙ্গে সমস্ত পেশাগত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। সংস্থাটি এক বিবৃতিতে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে জানিয়েছে, তারা এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না।

ওডিশা টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট প্রশ্নপত্র ফাঁস: ৬ জন গ্রেফতার, ক্রাইম ব্রাঞ্চ ডিজি নিশ্চিত করেছেন ডাটা এন্টি অপারেটরের জড়িত থাকার কথা

ভুবনেশ্বর, ৩০ জুলাই : ওডিশা টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে বড়সড় অগ্রগতি ঘটেছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ এই মামলায় ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে, যাদের মধ্যে প্রধান অভিযুক্ত একজন ডাটা এন্টি অপারেটর, যিনি পরীক্ষার বোর্ডের সাথে কাজ করতেন।

ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিরেক্টর জেনারেল বুধবার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং বলেছেন, "এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের মূল কাণ্ডটি একটি ডাটা এন্টি অপারেটরের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল, যার নাম জিতন মহারানা।" তিনি আরো জানান, জিতন মহারানার অ্যাকাউন্টে ২.৪ লাখ টাকা জমা পড়েছিল, যা অবৈধ কার্যকলাপের সাথে তার আর্থিক সম্পর্ককে স্পষ্ট করেছে।এছাড়াও, তদন্তে জানা গেছে যে, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রটি রাজ্যের উত্তর সীমান্তের বালাসোর থেকে দক্ষিণের কোরাপুট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, যা বোঝায় যে পরীক্ষার গোপনীয়তা বড় আকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।ক্রাইম ব্রাঞ্চ আরও জানায়, তারা এখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং পুরো নেটওয়ার্কের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করছে, যার মাধ্যমে এই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। এই ঘটনাটি রাজ্যের বড় পরীক্ষাগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে।

PNIeT No. 81,82, and 83//EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26 On 28/07/2025

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 11/08/2025. TENDER

Sl No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Major Repairing of School building at PM SHRI Latugaon SB School, Jubarajnagar Block under North Tripura during the year 2024-25 DNIeT No:42/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs.500000.00	Rs.10000.00	2 Month	18/08/25 Up to15	20/08/2025 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Repairing of Dysfuction Girls Toilet at PM SHRI Bilthai HS School under Panisagar Block, North Tripura District 2024-25 DNIeT No:42/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs.100000.00	Rs.2000.00	1 Month	18/08/2025 Up to15.00 Hrs	20/08/2025 Hrs on 11.00	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	3rd call for Construction of Additional Class Room at Laichakpara SB School, Damcherra Block in North Tripura for the year 2024-25. DNIeT No:03/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	Rs. 19,38,808.00	Rs. 38,776.00	5 Month	11/08/25 Up to15	12/08/2025 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
No.F.17 (13-226 / SE/ENGG/2025-26/2408-4
ICA/C-1659/25

(Er. B.K.De)
Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

অপারেশন সিঁদুর ভারতের নতুন নীতির প্রতীক, সন্ত্রাস মোকাবিলায় ইউপিএ বনাম মোদি যুগের তফাৎ তুলে ধরলেন জে.পি. নড্ডা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : রাজ্যসভায় 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আলোচনার সময় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ও সাংসদ জে.পি. নড্ডা বুধবার কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের কড়া সমালোচনা করেন এবং ২০০৪-২০১৪ এবং ২০১৪-২০২৫ সালের সন্ত্রাসবিরোধী কৌশলের মধ্যে "প্রকাশ্য পার্থক্য" তুলে ধরেন। নড্ডার কথায়, ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ভারতের একটি অনিশ্চিত, প্রতিক্রিয়াহীন সরকার ছিল, যারা সন্ত্রাসের জবাবে প্রতিরোধ নয়, ডসিয়ার পাঠাত।

তিনি ওই সময়কালে একের পর এক প্রাণঘাতী হামলার প্রসঙ্গ তোলেন। এই হামলাগুলির মধ্যে ছিল ২০০৫ সালের দিল্লি বিস্ফোরণ, ২০০৬ মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণ, ২০০৮ সালের জয়পুর ও আহমেদাবাদ হামলা এবং ২৬/১১ মুম্বাই হামলা। তার দাবি, পাকিস্তান-ভিত্তিক সংগঠন যেমন লস্কর-ই-তইবা, হরকত-উল-জিহাদ-আল-ইসলামি, ও ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন দায় স্বীকার করলেও ইউপিএ সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে আস্থা গড়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। বাণিজ্য রুট খোলা, ফ্লাইট সংখ্যা বাড়ানো, এবং সংলাপ পুনরায় শুরু করা।

তিনি তুলনামূলক পরিসংখ্যান পেশ করে বলেন, ইউপিএ আমলে (২০০৪---২০১৪) দেশে ৭,২১৭টি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছিল। সেই তুলনায় মোদি সরকারের সময় (২০১৫—২০২৫) তা কমে দাঁড়িয়েছে ২,১৫০-তে। সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুও ইউপিএ আমলে ছিল ১,০৬০, যা মোদি জমানায় নেমে এসেছে ৫৪২-এপ্রায় ৪৯ শতাংশ হ্রাস।

নড্ডা আরও বলেন, ২০১৬-র উরি সার্জিকাল স্ট্রাইক এবং ২০১৯-এর বালাকোট বিমান হামলা ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী নীতিতে ঐতিহাসিক মোড় এনে দিয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রথমবার আমরা পাকিস্তানের ভিতরে প্রবেশ করে প্রত্যাঘাত করি, বলেন তিনি। সেনা একই, পুলিশ একই, পার্থক্য কেবল রাজনৈতিক সদিচ্ছায়, যোগ করেন নড্ডা।

সম্প্রতি পহেলগাম হামলার প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, অপারেশন সিঁদুর ভারতের নতুন কৌশলের প্রতীক। আমরা পাকিস্তানের ভিতরে ৩০০ কিমি পর্যন্ত গিয়ে জইশ, লস্কর, হিজবুলের ঘাঁটি ধ্বংস করেছি এবং একজন ভারতীয় বেসামরিক নাগরিকও আহত হননি। ইউপিএ-র আমলে সংলাপ ও সন্ত্রাস একসঙ্গে চলত। প্রধানমন্ত্রী মোদির আমলে আমরা স্পষ্ট নীতি নিয়েছি, সন্ত্রাস ও সংলাপ একসঙ্গে চলতে পারে না। তিনি জানান, এই নীতির বাস্তব রূপ দেখা গেছে পাকিস্তানিদের জন্য সার্ক ভিসা ছাড় স্থগিত, সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখা, সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মঞ্চে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে।

কেরলের সন্ন্যাসিনীদের গ্রেফতারে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, ওয়াইনাড বিপর্যয় তহবিল নিয়ে কেন্দ্রকে তুলোধোনা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : কেরলের সন্ন্যাসিনীদের ছত্তিশগড়ে গ্রেফতারের ঘটনায় প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করে আজ বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে প্রতিবাদে বসলেন ওয়ানাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। একইসাথে ওয়ানাডে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরও কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিল বরাদ্দ না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারকেও তীব্র আক্রমণ করেন তিনি।

২৬ জুলাই ছত্তিশগড়ের পুলিশ কেরলের কয়েকজন সন্ন্যাসিনীকে মানব পাচার ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরণের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। যদিও কেরল বিজেপি সভাপতি রাজীব চন্দ্রশেখর মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানান, এই গ্রেফতার এক প্রকার ভুল বোঝাবুঝির ফল। কোনও পাচার বা ধর্মান্তরণের ঘটনা ঘটেনি।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, কেরলের সন্ন্যাসিনীদের অত্যন্ত খারাপভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের এমন অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে যা তাঁরা করেননি। তাঁদের জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা সংখ্যালঘুদের উপর এই ধরনের আক্রমণের প্রতিবাদ করছি। তিনি আরও বলেন, আমরা সংসদে এই ইস্যুটি ইতিমধ্যেই উত্থাপন করেছি এবং আজ আবার করব। এই ধরনের অন্যায়-অত্যাচার আমরা মেনে নেব না।

সরকারের থেকে কোনও পদক্ষেপের আশা করেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়াঙ্কার কটাক্ষ, সরকার কেবল নিজের প্রচার আর নির্বাচনের সময়ই সক্রিয় হয়। তাদের কাছ থেকে কোনো প্রকৃত পদক্ষেপের আশা করি না। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব, আমরা মানুষের পক্ষে কথা বলব।

এদিকে কেরলে বিশেষ করে ওয়ানাড জেলায় ভয়াবহ বন্যা ও ধসের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিল বরাদ্দ না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রিয়াঙ্কা। ২ জুলাই লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত কেরলকে জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল থেকে কোনও অর্থ দেওয়া হয়নি।

প্রিয়াঙ্কা জানান, এক বছর কেটে গেলেও দুর্গত মানুষরা আজও লড়াই করছেন। সেই সময়ের সহানুভূতি ও ত্রাণসামগ্রী সত্ত্বেও দুর্ভোগ কাটেনি। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে আরও বলেন, সবচেয়ে অবাক করা বিষয়, কেন্দ্র যে অর্থ পাঠিয়েছে, তা ঋণ হিসাবে পাঠানো হয়েছে। এটা নজিরবিহীন! বিপর্যয়ের পর মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য থাকলে এই ঋণ কেন? এটা কেন্দ্রের পক্ষে সামান্য টাকা। সরকারের উচিত সেই ঋণ মাফ করে দেওয়া।

অপারেশন সিঁদুর : মোদি-ট্রাম্পের মধ্যে কোনো ফোনালাপ হয়নি, জানালেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : রাজ্যসভায় 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আলোচনায় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, এপ্রিল ২২ থেকে জুন ১৬-র মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে কোনো ফোনালাপ হয়নি।

সংসদের উচ্চ কক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শঙ্কর বলেন, আমি তাদের স্পষ্টভাবে বলতে চাই, তারা কানে শুনে নিক, ২২ এপ্রিল থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে একটিও ফোনালাপ হয়নি। এই বক্তব্যের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রী চলমান জল্পনার ইতি টেনেছেন বলেই মনে হচ্ছে। কারণ প্রতিনিয়ত দাবি করা হচ্ছিল, অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারত-মার্কিন কূটনৈতিক যোগাযোগ হয়েছে।

জয়শঙ্কর এদিন আরও বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার কোনো স্থান নেই। যেকোনো আলোচনা হবে কেবলমাত্র দ্বিপাক্ষিক এবং নির্দিষ্ট সামরিক চ্যানেল, অর্থাৎ ডিজিএমও-এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক অনুরোধের ভিত্তিতে।

অপারেশন সিঁদুর চালু হওয়ার পর বহু দেশ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল পরিস্থিতি বোঝার জন্য, বলেন জয়শঙ্কর। আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিই, ভারত কোনো বাহ্যিক মধ্যস্থতার পক্ষে নই। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে কোনো সমস্যা কেবলমাত্র দ্বিপাক্ষিকভাবে মেটানো হবে। আমরা একটি হামলার জবাব দিচ্ছিলাম এবং সেই জবাব চলতেই থাকবে যতক্ষণ না পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতির অনুরোধ ডিজিএমও-এর চ্যানেলের মাধ্যমে করে।

এদিনের বক্তব্যে কংগ্রেসকে নিশানা করে জয়শঙ্কর বলেন, কংগ্রেস ইতিহাস নিয়ে অস্বস্তিতে থাকে। বিশেষ করে কাশ্মীর ও জলবন্টন চুক্তির মতো ইস্যুতে। তিনি ১৯৬০ সালের সিন্ধু জল চুক্তিকে বিশ্বে বিরল এবং একতরফা উদাহরণ বলে উল্লেখ করেন। কারণ, একটি দেশ নিজের নদীর অধিকাংশ জল প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে দিয়ে দেয়।

সিন্ধু জল চুক্তির মতো একতরফা উদাহরণ বিশ্বে খুব কমই আছে। আজ যখন কেউ এই চুক্তির বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তখন আমাদের ফিরে তাকাতে হবে, এই চুক্তির জন্ম কীভাবে হয়েছিল, বলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ৩০ নভেম্বর ১৯৬০-এর সংসদীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, নেহরু বলেছিলেন, তিনি পাকিস্তানের পাঞ্জাবের স্বার্থে এই চুক্তি করছেন। একবারও ভারতের কৃষকদের, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান বা গুজরাটের কথা উল্লেখ করেননি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শেষে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি ঐতিহাসিক ভুল শুধরাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন। সিন্ধু জল চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন এবং ৩৭০ ধারা বাতিল তারই প্রমান।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 26/EE/ MCD/PWD(R&B)/2025-26, Dated:-28-07-2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites online item rate e-tender from the eligible bidders up to 03.00 PM on 18-08-2025 for the following works:-
1. DNIeT NO:- CE(Buildings)/ PWD/DNIT/ACE/Project Unit/ 32/2025-26.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436452719 (M) // 9436460369 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/1662/25

Executive Engineer
Medical College Division, PWD(R&B) ILS Hospital Road, Agartala, West Tripura

PNIT NO.: 24/EE/MNP/PWD (R&B)/2025-26 Date 29/07/2025

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of ripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1)	DNIT No.86/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26	Upto 3.00 pm On 04/08/2025	At 4.00 pm on 04/08/2025 (If possible)
2)	DNIT No.87/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
3)	DNIT No.88/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
4)	DNIT No.89/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1667/25

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpu, west Tripura.

Office Of the Principal
Chandrapur Colony Higher Secondary School
(CBSE Affiliated Vidyajyoti School)
Chandrapur Udaipur Gomati Tripura
Dated: Chandrapur,30.07.2025

Notice for Contractual Engagement

Applications are invited from Tripura residents for 2 contractual Aya posts at Chandrapur Colony H/S School (Honorarium: ?5,000/month). Eligibility: Age 18-45 years (relaxable for SC/ST/PH), Minimum qualification Madhyamik Pass. Submit application with bio-data and documents from 31st July to 7th August 2025 (12:00 noon - 3:00 pm) at the school office. Date of interview will be announced Shortly.
No TA/DA will be provided. Original document must be shown during interview.
Principal

Mausumi Saha
Principal
Chandrapur Colony H/S School Udaipur, Gomati, Tripura

বুধবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আশীষ সাহার পৌরহিত্যে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সন্তানকে প্রোটিন শেক খাওয়াচ্ছেন রোজ?

প্রোটিন আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের কোষ গঠনে, পেশী, অ্যান্টিবডি তৈরিতে, হরমোন মেরামত করতে সাহায্য করে প্রোটিন। পেশীর শক্তি বজায় রাখতেও সাহায্য করে এই প্রোটিন। তবে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং শরীরের যাবতীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভূমিকা রয়েছে এই প্রোটিনের।

প্রোটিন আমাদের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ওজনের ০.০৮ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন রয়েছে। ৫০ বা তার বেশি যাঁদের বয়স তাঁদের প্রতিদিন গড়ে ৫০-৬০ গ্রাম প্রোটিন খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশীর ভর বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে পেশীকে শক্তিশালী করে তুলতেও ভূমিকা থাকে প্রোটিনের। যাঁদের ওজন কমানো লক্ষ্য থাকে তাঁদেরও নিয়মিত ভাবে প্রোটিন খেতে বলা হয়।

যাঁরা নিয়মিত ওয়ার্কআউট করেন তাঁদের প্রোটিন খেতেই হবে। এছাড়াও শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে, ত্বক-চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে, অ্যামিনো অ্যাসিড, কোলাজেন গঠনেও ভূমিকা রয়েছে প্রোটিনের। প্রোটিনের মূল উতসগুলি হল-বাদাম, পিনাট বাটার, বিভিন্ন রকম ডাল, ডিম, টোফু, সালমন, কুইনোয়া, ওটস, আমন্ড এসব রয়েছে. এদের মধ্যে ওটস, কুইনোয়া এবং বিভিন্ন বীজ সুপারফুডের আখ্যা পেয়েছে। কুইনোয়ার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ আয়রন, ভিটামিন বি, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। আর তাই রোজের ডায়েটে উদ্ভিজ এবং প্রাণীজ প্রোটিন এই দুই রাখতে হবে। মিলেট, চিয়াসিড, সোয়াবিন এসবও প্রোটিনের ভীষণ ভাল উতস।

প্রাণীজ প্রোটিনের তুলনায় উদ্ভিজ প্রোটিন আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। এছাড়াও ফাইবার, ভিটামিন, খনিজ এসবও থাকে উদ্ভিজ প্রোটিনের মধ্যে। তবে প্রোটিন বেশি খেলে কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এমনকী প্রস্রাবের মধ্যেও প্রোটিনের পরিমা থাকে অনেক বেশি।

খুব বেশি প্রোটিন কি খেতে পারেন?

উত্তর হল না। শরীরের ওজনের তুলনায় যদি ২ কেজি বেশি প্রোটিন খান তাহলে তা শরীরের জন্য একেবারেই ভাল হবে না। দেখা দেবে নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও। বদহজম, ওজন বেড়ে যাওয়া, অতিরিক্ত ক্লান্তি, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, মাথাব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য এসব হল তার লক্ষণ। আর অতিরিক্ত প্রোটিন খেলে রক্তে টক্সিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

প্রোটিনের অভাব কি হতে পারে?

প্রোটিনের অভাব তখনই হবে যদি চিবিয়ে খাবার খাওয়া না হয়। দাঁতের সমস্যার জন্য অনেকের ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা দেয়। আর তাই প্রোটিনের অভাব হলে মাছ, ডিম, কুইনোয়া, পনির এসব খেতে হবে। সাদা ভাতের চাইতে কুইনোয়া সব সময় ভাল।

প্রোটিন পাউডার কি ভাল?

প্রোটিন পাউডারের চাইতে সুষম আহার অনেক বেশি জরুরি। আর তাই মেপে খাবার খেতে হবে। মাছ, মাংস, ডাল, ডিম এসব খান। চিয়া বীজ, কুইনোয়া নিয়ম করে রাখুন ডায়েটে। কৃত্রিম প্রোচিন নয়, রঙিন শাক-সবজি খান। এছাড়াও খাওয়ার আগে পুষ্টিবিদের পরামর্শ আবশ্যক। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

কীভাবে দুধ চা খেলেও বাড়বে না ওজন

চা না খেলে মানুষের ঘুম ভাঙে না। সকালে এক কাপ চা মোটের উপর সব বাঙালির প্রয়োজন। তবে, খাঁটি চায়ের স্বাদ আর গন্ধে সবাই ঠিক মজতে পারেন না। অনেকেই যেমন সুগন্ধী চিনি ছাড়া লিকার পছন্দ করেন তেমনই আবার অনেকের দিন শুরু হয় ঘন দুধ-চিনি দেওয়া চায়ের সঙ্গে। তবে এই চা কিন্তু শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়। দুধ চা খেলে যে ওজন বাড়ে, এটাও অনেকে বুঝতে চান না।

এই প্রসঙ্গে এক বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ বলেন, আমাদের মধ্যে অনেকের চা খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে। এটা খারাপ নয়। তবে বেশি খেলে বা দুধ দিয়ে চা খেলে সহজেই বাড়ে ওজন। সেক্ষেত্রে ওজন কমাতে কয়েকটি দিকে নজর রাখতে হবে। এভাবেই সমস্যাকে আপনি হারিয়ে দিতে পারবেন।

দুধ চা খাওয়া শরীরের জন্য ভালো নয়। এই চা নিয়মিত খেলে ওজন বাড়তে পারে। মাথায় রাখতে হবে যে দুধ মেশানোর পাশাপাশি মানুষ আবার চিনি মেশান চায়ে। এই দুই মিলেমিশে চা হয়ে ওঠে হাই ক্যালোরি ফুড। এক্ষেত্রে ফুল ক্রিম মিল্ক ও এক চা চামচ চিনি মেশানো ১ কাপ চায়ে থাকে ৭০ ক্যালোরি। এবার তা আপনি দিনে ৪ বার খেলেই হয়ে যাচ্ছে ২৮০ ক্যালোরি। তাই ওজন যে বাড়বে, এটা আর নতুন বিষয় নয়। একান্তই দুধ চা ছাড়া না চলতে পারলে আপনাকে সতর্ক হতে হবে। এক্ষেত্রে দুধের চা হতে হবে ফ্যাট ছাড়া। বাজারে এমন দুধ কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়াও চিনির বদলে সুগার ফ্রি খেতে পারেন। আবার কোনও গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করবেন না। কারণ গুঁড়ো দুধে চিনি মেশানো থাকে। এই নিয়ম মেনে চলুন। এভাবেই ভালো থাকতে পারবেন।

কোন ৫ উপসর্গ দেখলে বুঝবেন ঠোঁটে ক্যানসার বাসা বেঁধেছে?

ত্বকের কোনও সমস্যা হলেই আমরা চিকিতকের কাছে ছুটি। বেশি চুল পড়তে শুরু করলেও আমরা নানা রকম ঘরোয়া টোটকার সহায় হই। এই সব বিষয় কমবেশি সচেতন থাকলেও ঠোঁটের প্রতি অবহেলার অন্ত নেই। ঠোঁটের রং বদলে যাওয়া নিয়েও মাথাব্যথা নেই অনেকের। কিন্তু জানেন কি, এই সমস্যার পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে কোনও বড় বিপদ?

অনেকেই মনে করেন, ধূমপান করলেই ঠোঁট কালো হয়ে যায়। নিকোটিন এবং বেনজোপাইরিন ত্বকের মেলানিন উতাদন বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে কালো হয়ে যেতে পারে ঠোঁট। এ বিষয়ে সতর্ক আর ক"জনই বা হয়ে থাকেন! কিন্তু এই একটাই কারণে নয়, ক্যানসার রোগ বাসা বাঁধলেও ঠোঁটের রং কালচে হয়ে যেতে পারে।

চোয়ালে ব্যথা কিংবা ফুলে গেলেও সতর্ক থাকুন। ছবি: সংগৃহীত।

ঠোঁটের ক্যানসার কেন হয়?

প্রধানত সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণ থেকে ঠোঁটের ক্যানসার হতে পারে। যাঁরা সারা দিন ঘরের বাইরে কাজ করেন, তাঁদের ঠোঁটের ক্যানসারের আশঙ্কা বেড়ে যায়। তা ছাড়া, তামাক ও মদের আসক্তি থাকলেও এই প্রকার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে।

কোন কোন লক্ষণ দেখলে সতর্ক হবেন? ১) ঠোঁটে কালশিটে, লাল দাগ, ক্ষত, ফোস্কা ও ফোলা ভাব যদি দীর্ঘ দিনেও না কমে, সে ক্ষেত্রে চিকিতকের পরামর্শ নেওয়াই ভাল।

২) ঠোঁটে লাল, সাদা দাগ বা প্রলেপ দেখলেও সতর্ক হন।

৩) কেবল শীতকালেই নয়, সারা বছরই শরীরে জলের ঘাততির কারণে ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরোতে পারে। তবে দীর্ঘ দিন রক্তপাত না কমলে কিংবা ব্যথা হলে, সেই ইঙ্গিত ভাল নয়।

৪) চোয়ালে ব্যথা কিংবা ফুলে গেলেও সতর্ক থাকুন।

৫) দাঁতে অনবরত ব্যথা, মাড়ি থেকে অনবরত রক্তপাত হলেও তা ঠোঁটের ক্যানসারের উপসর্গ হতে পারে। তবে এ সব উপসর্গ ঠোঁটের ক্যানসারের উপসর্গ না-ও হতে পারে। নির্ভুল ও সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য এই সব উপসর্গ দেখলেই চিকিতকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

রোজ রোজ ঘাম-গরমে মানুষ ক্লান্ত

গরম ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে। রোজ রোজ ঘাম-গরমে মানুষ ক্লান্ত। এর সঙ্গে দূষণ তো আছেই। বাইরের ধুলো-ধোঁওয়া, খাবারের ভেজাল, পোড়া তেল, মশলা- সারাদিনে প্রচুর পরিমাণ টক্সিন যায় শরীরে। আর এই টক্সিন এতটাই ক্ষতিকারক যে হাড়, পেশী, মস্তিষ্ক, হার্ট, কিডনি সব কিছুর উপর প্রভাব ফেলে। শরীর থেকে বর্জ্য অপসারণের কাজ করে লিভার।

রোজ এই দূষিত পদার্থ জমতে থাকায় একসময় শরীরও কাহিল হয়ে পড়ে। আর তাই শরীরকে পরিষ্কার রাখতে নজর দিতে হবে রোজকারের খাবারে।

আর শরীর ভিতর থেকে পরিষ্কার রাখতে নিয়মিত ভাবে ভেষজ, খনিজ পদার্থ,জুস ইত্যাদির প্রয়োজন রয়েছে। যানবাহনের ধোঁওয়া, কল কারখানার ধোঁওয়া এসব শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। এর মধ্যে থাকে সীসা, আর্সেনিক, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড- এই সব বিষাক্ত রাসায়নিক শরীরে গেলে সেখান থেকে একাধিক ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়।

শুধু তাই নয়, বাড়িতে ব্যবহৃত সাবান, শ্যাম্পু, ডিওডোরেন্ট, ক্রিম এসবের মধ্যেও রাসায়নিক উপাদান থাকে অনেকটা পরিমাণে। এর ফলেই শরীরে টক্সিন বেশি জমতে শুরু করে। আর তাই শরীর সুস্থ রাখতে ডিটক্সিফিকেশন খুবই প্রয়োজন। শরীরে টক্সিন জমলে সেখান থেকে বিপাকে সমস্যা হয়। এছাড়াও ত্বকের নানা সমস্যা, অ্যালার্জি, হাঁপানি, ফসফুসের ক্রনিক সমস্যা এসব লেগেই থাকে। শরীরে টক্সিন জমলে ব্রণ হবেই। আর তা এই যাবতীয় টক্সিন দূর করতে হলে কিছু খাবার আজ থেকেই শুরু করুন।

যেমন দিনের শুরুতে খান নিম-হলুদ আর আখের গুড়। নিমপাতা, কাঁচাহলুদ আর একটু আখের গুড় নিয়ে একসঙ্গে চিবিয়ে খান। এতে ক্ষতিকারক টক্সিন দূর হবে আর শরীর ভিতর থেকে থাকবে পরিষ্কার। দিনের শুরুতে যদি একগ্লাস আমলার জুস খেতে পারেন তাহলেও খুব ভাল। এতে শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন খুব সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও নিয়ম করে কাঁচা হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, অ্যালোভেরা খেতে পারলেও ভাল। রোজ একটুকরো করে কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়ার অভ্যাস থাকলে, আদা দিয়ে চা খেলে, এক কোয়া করে কাঁচা রসুন খেলে সেখান থেকে উপকার পাবেনই। আদা-দারচিনি দিয়ে চা চলতে পারে। রোজ এক গ্লাস অ্যালোভেরার জুস খেলেও খুব ভাল কাজ হবে। জল ঢেলে ভাতের সঙ্গে একটুকরো কাঁচা পেঁয়াজ খেলে এই গরমে সবচাইতে বেশি উপকার পাবেন।

নিয়মিত শরীরচর্চার কিছু সুফল রয়েছে

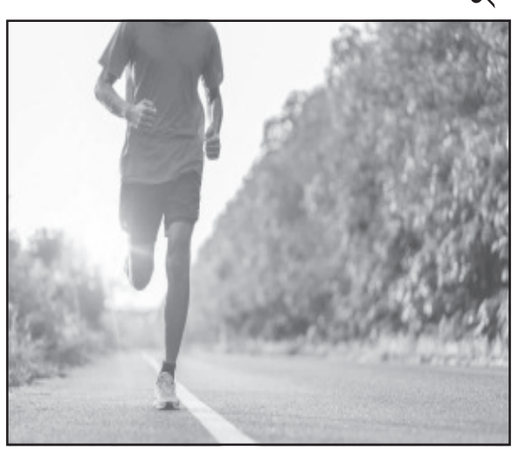

নিয়মিত শরীরচর্চার কিছু সুফল রয়েছে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ছাড়াও ভিতর থেকে ফিট থাকতে শরীরচর্চার কোনও বিকল্প নেই। অনেকেই তাই রোজ জিমে যান। আবার কেউ বাড়িতেই ব্যায়াম কিংবা যোগাসন করেন। তবে ঘাম ঝরানোর আরও অনেক পথ আছে। এই যেমন অনেকেই নিয়ম করে দৌড়তে যান। কয়েক কিলোমিটার পথ দৌড়েই পাড়ি দেন।

চিকিৎসকেদের মতে, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত জিমে ট্রেডমিলে দৌড়নোর চেয়ে খোলা আকাশের নীচে দৌড়নো তুলনায় বেশি উপকারী। তবে শুধু দৌড়লেই হবে না। সেই সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতে হবে নিয়ম মেনে। তবেই মিলবে সুফল। দৌড়লে শারীরিক পরিশ্রম বেশি হয়। ওজন ঝরার পাশাপাশি শরীর দুর্বল হয়ে পড়ার ঝুঁকিও থেকে যায়। সেই কারণে খাওয়াদাওয়ায় জোর দিতে হবে। খালি পেটে দৌড়তে বারণ করা হয় সাধারণত। আবার ভারী কোনও খাবার খেয়েও দৌড়নো ঠিক নয়। নিয়মিত যাঁরা দৌড়তে যান, কী ধরনের খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা জরুরি?

স্বাস্থ্যকর ফ্যাট

ফিট থাকতে ফ্যাট ছাড়া জরুরি। তবে দৌড়ঝাঁপ করলে রোজের পাতে অল্প হলেও ফ্যাট রাখার কথা বলছেন পুষ্টিবিদেরা। ফ্যাট মানেই তা ক্ষতিকর নয়, স্বাস্থ্যকর ফ্যাটও রয়েছে। তেমন খাবার বেছে নেওয়া জরুরি। সেই সঙ্গে অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে এমন খাবার বেশি করে খাওয়া জরুরি। দৌড়লে বেশি ঘাম হয়। তার ফলে অনেক সময় শরীর ভিতর থেকে শুকিয়ে যায়। প্রদাহজনিত সমস্যা দূর করতে এই ধরনের খাবার খাওয়া জরুরি।

স্বাস্থ্যকর উপাদান শুধু ফ্যাট নয়, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, মিনারেলসের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান নিয়ম করে খেতে হবে। দিনে মোট ছয়টি মিল খাওয়া জরুরি। তার মধ্যে তিনটে বড় আর বাকি তিনটে ছোট। মাংস, মাছ, সবুজ শাকসব্জি, ডিমের সাদা অংশ, সয়া মিল্ক, বাদামের মতো খাবার বেশি করে খেতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল কায়িক পরিশ্রম বেশি হলে শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হয়। তাই নিয়ম করে দৌড়নোর অভ্যাস থাকলে জল খেতে হবে বেশি করে। শরীরে যদি জলের পরিমাণ কমে যায়, সে ক্ষেত্রে দৌড়েও কোনও সুফল পাওয়া যাবে না। শরীরের চাহিদা বুঝে ডায়েট শরীরের কাঠামো সকলের আলাদা। ফলে খাবারের চাহিদা সকলের ক্ষেত্রে একই রকম নয়। কারও শরীরের ক্ষেত্রে কার্বোহাইড্রেট বেশি প্রয়োজন, কারও ফাইবার। দৌড়নোর অভ্যাস থাকলে ডায়েটের তালিকা পুষ্টিবিদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করা জরুরি।

ঝলসানো গরমে কী কী প্রভাব পড়ছে শরীরে

ভ্যাপসা গরমের সঙ্গেই তাপপ্রবাহে নাজেহাল বাংলা। গত কয়েকমাস ধরে গরমের জ্বালা সইতে হয়েছে বঙ্গবাসীকে। তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। খাস কলকাতা শহরেও তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে। সকাল থেকেই শুরু হচ্ছে তাপপ্রবাহ। বেলা বাড়লেই গরম হাওয়া জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। রাস্তায় বেরোতেই হচ্ছে যাঁদের তাঁদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট, বমিভাব, ক্লান্তি ইত্যাদি নানারকম উপসর্গ দেখা দিচ্ছে।

গরমে শারীরিক সমস্যা বেড়েছে, অসুস্থ হয়েছে বাচ্চারাও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাপপ্রবাহ শুধু হিটস্ট্রোকের কারণ তা নয়, তাপদাহ সরাসরি ধাক্কা দেয় লিভার-পাকস্থলীকে। শরীরের পেশি, হার্টেও এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। ফলে মাথা ঘোরা, গা গোলানো, বমি ভাব এমনকী শ্বাসের সমস্যাও দেখা দিচ্ছে অনেকের। অ্যাপোলো হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডা. অলোক আগরওয়াল বলেছেন, তাপপ্রবাহের কারণে ডিহাইড্রেশন হয়ে যায়। পেট খারাপ, বমি হতে থাকে। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পার করে গেলে সমস্যা আরও বাড়ে। বাইরের তাপমাত্রা শরীর সইতে না পারলে হজমের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ঘন ঘন হজমের সমস্যা হয়। এর মধে বাইরের খাবার বা জাঙ্ক ফুড বেশি খেলে তা থেকে ডায়রিয়া হয়ে যেতে পারে। এমনও দেখা গেছে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের কারণে টাইফয়েড হয়েছে রোগীর।

রোদে বেশি হাঁটাহাঁটি বা দৌড়োদৌড়ি করলে শরীরের জল শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড গরমে একটানা কাজ করলেও এমনটা হয়। শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। বাইরের তাপ আর শরীরের ভেতরের তাপের মধ্যে ভারসাম্য থাকে না। যার কারণেই শরীর আনচান করতে থাকে, নানা রকম অস্বস্তি শুরু হয়।

এটা হল প্রাথমিক দিক। এর পরের ধাপে দমবন্ধ হয়ে আসতে শুরু করে। যদি এই সময় বেশি করে জল বা ফলের রস খাওয়া যায় বা ঠাণ্ডা ঘরে বিশ্রাম নেওয়া যায় তাহলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যদি তা না নয়, তাহলেই পরের ধাক্কায় শরীরে অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। অস্বস্তি বাড়ে। শরীর বুঝিয়ে দেয় বাইরের প্রচণ্ড তাপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে। দরদর করে ঘাম হতে থাকে। আচমকাই ব্ল্যাক আউট হয়ে যায়। জ্ঞান হারান রোগী। গত কয়েকদিনে বহু মানুষ রোদে বেরিয়ে অজ্ঞান হয়েছেন, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অনেকে। হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন অনেকে। পেশির শক্তিও কমতে থাকে প্রচণ্ড তাপদাহে । পেশিতে ব্যথা, হিট ক্র্যাম্প হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শরীরে জলের পরিমাণ কমে গেলে রক্ত ঘন হতে থাকে। মাথায় রক্তচাপ বাড়ে। শরীরের স্বাভাবিত তাপমাত্রা আর রক্তচাপের মধ্যেও সামঞ্জস্য থাকে না। যার কারণেই স্ট্রোক হয়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। যাদের হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, কিডনির রোগ রয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে বিপদের ঝুঁকি বেশি।

রোদে শরীরে জল কমে গেলে হিট ক্র্যাম্প হতে পারে। এতে পেশিতে টান ধরে, মাথা ঘুরে জ্ঞান হারাতে পারেন। পাশাপাশি ১০২ ডিগ্রির কাছাকাছি জ্বর আসতে পারে। শরীরে নানা জায়গায় হিট র‍্যাশ হতে পারে বা ফুলে যেতে পারে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চড়া রোদে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি সরাসরি পড়ে চোখে । বেশিক্ষণ রোদের মধে থাকলে চোখের ক্ষতি হতেই পারে। বিশেষ করে এই তাপপ্রবাহে যাঁরা প্রতিদিন রাস্তায় বের হচ্ছেন তাঁদের বিপদ বেশি। এমনিতেও এখন অনেকেরই চোখে ব্যথা, চুলকানি, চোখ দিয়ে জল পড়ার মতো সমস্যা দেখা যাচ্ছে। রোদে বেশি সময় বাইরে থাকলে চোখে জ্বালা করছে। এসবের কারণই হল সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি । বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শরীরে জলের পরিমাণ কমে গেলে রক্ত ঘন হতে থাকে। মাথায় রক্তচাপ বাড়ে। শরীরের স্বাভাবিত তাপমাত্রা আর রক্তচাপের মধ্যেও সামঞ্জস্য থাকে না। যার কারণেই স্ট্রোক হয়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। যাদের হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, কিডনির রোগ রয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে বিপদের ঝুঁকি বেশি। তাই সাবধান থাকতেই হবে।

সকালে খালি পেটে মধুর জল খাচ্ছেন ? কী ক্ষতি হচ্ছে জানেন

পুষ্টিগুণের দিক দিয়ে বিচার করে যদি একটা তালিকা করা যায় তাহলে সেই তালিকার প্রথম সারিতেই থাকবে মধু। সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা অনেকেই গরম জলে বা চায়ে মধু মিশিয়ে খেয়ে থাকি। অনেকের মতে শরীর তাজা হয়, ও শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে।

তবে এই ধারণাটি একদম ভুল বলে মনে করেন আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ। যদি আপনারও প্রতিদিনের এই অভ্যাস থাকে, তবে আজই তা বন্ধ করা উচিত। আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদরা মনে করেন, এভাবে আপনি যা পান করছেন তা আসলে বিষ।

যারা স্বাস্থ্য সচেতন কিংবা ওজন কমাতে চান, তাদের মধ্যে অনেকেই দিন শুরু করেন এক গ্লাস গরম জলে মধু মিশিয়ে খেয়ে। অনেকে আবার এর সঙ্গে লেবুও যোগ করেন। যারা রোগা হতে চান তাদের কাছে এই পানীয়ও বেশ পছন্দের। মধু স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। মধুতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। নিয়মিত মধু খেলে কাশি সর্দির সমস্যাও অনেক কমে যায়। কিন্তু গরম জল দিয়ে মধু খেলে বিপদ বাড়তে পারে। তবে চিকিৎসকদের মতে, গরম জলে মধু মেশালে তা এক ধরনের বিষে পরিণত হয়। খাওয়ার সময় কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু পরবর্তীকালে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গরম জলে মধু মিশিয়ে খেলে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই সব সময় সাধারণ তাপমাত্রাতেই মধু খাওয়া ভালো।

বিশেষজ্ঞরা আরও জানিয়েছেন, বেশি গরম জলে মধু মেশালে সব গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাই একেবারে হালকা গরম জলে মধু মেশাতে পারেন। এতে ওজনও থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

আগে থেকে জানা থাকলে বর্ষায় খাবারের উপর ছত্রাক পড়বে না

রান্নায় টাটকা সব্জি ব্যবহার করছেন। অল্প পরিমাণে খাবার তৈরি করছেন, যাতে তা দিনের দিন শেষ হয়ে যায়। তার পরেও যদি সামান্য পরিমাণে খাবার বেঁচে যায়, তা ভাল করে ফুটিয়েও রাখছেন। তাও খাবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শুধু খাবার জিনিসে নয়, পরিষ্কার জামা-কাপড়েও তাদের আনাগোনা দেখা যায়। আসলে বর্ষাকালে বাতাসে আর্দতা বেশি থাকে। এমন আবহাওয়ায় ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়াদের বংশবিস্তার করতে সুবিধা হয়। তাই সব কিছুতেই ছত্রাক বাসা বাঁধতে চায়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখা জরুরি।

১) ফল এবং সব্জি

বাজার থেকে কিনে আনা ফল, সব্জি না ধুয়ে ফ্রিজে তুলে রাখা যাবে না। কলের জলে সেগুলি ভাল করে ধুয়ে, শুকিয়ে তার পর ফ্রিজে রাখতে হবে। শাকপাতা ধোয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে। প্রয়োজনে নুন-জলে ভিজিয়ে রেখে, তার পর পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে পারে শাক।

২) বায়ুরোধী পাত্র

চাল, ডাল, মশলা, এমনকি রান্না করা খাবার সংক্রমণ রুখতে বায়ুরোধী পাত্রে রাখতে পারেন। বর্ষাকালে নুন এবং চিনি গলে জল হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। তাই তা কাচের পাত্রে রাখতে পারলে ভাল। ৩) ফ্রিজ পরিষ্কার রাখতে হবে খাবার নষ্ট হওয়ার পিছনে ফ্রিজেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কারণ বাজার থেকে কেনা জিনিস সরাসরি ফ্রিজে তুলে রাখেন অনেকেই। কোনও ভাবে যদি ভাইরাস সেই খাবারের সঙ্গে ফ্রিজের মধ্যে প্রবেশ করে যায়, তা হলে আর দেখতে হবে না। অন্য সব জিনিসের উপর নিজের ছাপ ফেলতে শুরু করবে। এই ধরনের সংক্রমণ এড়াতে তাই সপ্তাহে অন্তত এক বার ফ্রিজ পরিষ্কার করা জরুরি। ৪) খাবার খুলে রাখা যাবে না গরম খাবার ঠান্ডা করার জন্য টেবিলের উপর খুলে রেখে দেন? খাবারের উপর মাছি বলেও কিন্তু সংক্রমণ ছড়াতে পারে। এ ছাড়া, বর্ষাকালে বাতাসে এমন কিছু ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়া ঘুরে বেড়ায়, যেগুলি চোখে দেখা যায় না। তাই কোনও ভাবেই খাবার খুলে রাখা যাবে না। ৫) চামচ যেন পরিষ্কার থাকে যে চামচ দিয়ে রান্না করা তরকারি নিয়েছেন, সেই চামচ দিয়েই খাওয়ার আগে ডাল ঘেঁটে নিলেন। খাবার খাওয়ার পর বেঁচে যাওয়া ওই ডাল, তরকারি ফ্রিজে তুলেও রাখলেন। এই অভ্যাস থেকেই কিন্তু খাবার নষ্ট হয়।

বুধবার আগরতলা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষে যাত্রীদের মধ্যে হেলমেট বিতরণ করা হয়।

পাহালগাম হামলাকারীরা পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল তিন বছর আগে: সরকারি কর্মকর্তাদের দাবি

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : কাশ্মীরের পাহালগাম এলাকায় ২২ এপ্রিল সংঘটিত নৃশংস জঙ্গি হামলায় জড়িত তিন পাকিস্তানি সন্ত্রাসী ভারতে প্রবেশ করেছিল প্রায় তিন বছর আগে। গোপন সূত্র ও সরকারি কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে জানা গেছে, এদের সবাই লস্কর-ই-তৈবা-এর সদস্য এবং দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীর উপত্যকায় সক্রিয় ছিল। তারা সম্প্রতি দাচিগাম জঙ্গলে সেনাবাহিনীর 'অপারেশন মহাদেব'-এ নিহত হয়েছে।

এই তিনজন সন্ত্রাসীর নাম যথাক্রমেসুলেমান ওরফে ফয়জল জট্টু, হামজা আফগানি এবং জিবরান। জানা গেছে, তারা ভারতে ঢুকেছিল ২০২২ সালের দিকে এবং গোপনে নিজেদের অবস্থান শক্ত করছিল। দীর্ঘ পরিকল্পনা এবং জটিল প্রস্তুতির পর তারা ২২ এপ্রিল ২০২৫-এ কাশ্মীরের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র পাহালগামে ভয়াবহ হামলা চালায়, যাতে ২৬ জন নিরীহ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়।

সরকারি সূত্র জানায়, গত বছর এই তিনজন সন্ত্রাসী দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। একটি দলের নেতৃত্বে ছিল সুলেমান, অন্যটিতে ছিল একজন পাকিস্তানি জঙ্গি, যার নাম মুসা। সুলেমানের সঙ্গে নতুন অনুপ্রবেশকারী লস্কর-ই-তৈবা সদস্যরা যোগ দেয় এবং তারা মূলত দাচিগাম ও আশপাশের এলাকায় সক্রিয় ছিল।

এই তিন সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে দাচিগাম জাতীয় উদ্যানের জঙ্গলে আত্মগোপনে ছিল। তারা আধুনিক 'আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়্যারলেস সেট' ব্যবহার করছিল, যার মাধ্যমে সীমান্তপারের জঙ্গি নেটওয়ার্ক ও পাকিস্তান ভিত্তিক নির্দেশনাকেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রাখা হতো। যদিও তাদের বার্তা গোপন রাখা হয়েছিল এবং এগুলো সরাসরি ইন্টারসেপ্ট করা যায়নি, তবে সেনাবাহিনী একটি দিকনির্দেশক যন্ত্রের মাধ্যমে সংকেত শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। প্রথম সংকেত ২২ মে পাওয়া যায়। সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সংকেত ট্র্যাক করে দাচিগামের বিভিন্ন অঞ্চল ঘিরে ফেলে এবং একে একে সম্ভাব্য এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে অনুসন্ধান চালায়। অবশেষে ২২ জুলাই সেনাবাহিনী নিশ্চিত হয় যে এই তিন সন্ত্রাসী একটি নির্দিষ্ট এলাকায় লুকিয়ে আছে এবং অভিযান পরিকল্পনা করা হয় 'অপারেশন মহাদেব'-এর মাধ্যমে ২৮ জুলাই ওই তিনজনকে খতম করা হয়।

সুলেমান আগে থেকেই কাশ্মীরে সক্রিয় ছিল। সে ২০২৪ সালের ২০ অক্টোবর গান্দেরবালের গাগানগির এলাকায় একটি নির্মাণ সংস্থার কর্মীদের উপর হামলায় জড়িত ছিল, যেখানে সাতজন প্রাণ হারিয়েছিল।পাহালগাম হামলার দিন সন্ধ্যায়, স্থানীয় দুই ব্যক্তিপরভেজ আহমেদ জোথার ও বশির আহমেদ জোথারএই তিন সন্ত্রাসীকে একটি 'ঢোক' (পাহাড়ি কুঁড়েঘর)—এ আশ্রয় দিয়েছিল। ২২ জুন তাদেরকে জাতীয় তদন্ত সংস্থা গ্রেফতার করে।

এই ঘটনার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় জানান, নিহত তিন সন্ত্রাসীর কাছ থেকে পাকিস্তানি ভোটার আইডি কার্ড এবং পাকিস্তানি চকোলেট উদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেন, "এটি প্রমাণ করে যে এই হামলার মূল পরিকল্পনা ও সমর্থন এসেছে পাকিস্তান থেকে।"

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১২৬৭ স্যাংশনস কমিটির আওতায় গঠিত মনিটরিং টিমের সাম্প্রতিক রিপোর্টেও এই হামলার পেছনে পাকিস্তান-সমর্থিত সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা এবং তার প্রক্সি সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট'-এর জড়িত থাকার কথা বলা হয়েছে। টিআরএফ ২২ এপ্রিল হামলার দায় স্বীকার করে এবং হামলার সাইটের একটি ছবি প্রকাশ করে। ২৬ এপ্রিল তারা দাবি প্রত্যাহার করলেও, আর কোনো সংগঠন দায় স্বীকার করেনি।

এক সদস্য রাষ্ট্র জানিয়েছে, এই ধরনের একটি জটিল হামলা এলইটি-এর সহায়তা ছাড়া সম্ভব ছিল না এবং টিআরএফ মূলত এলইটি-এরই একটি ছায়া সংগঠন। টিআরএফ এবং এলইটি-এর সংশ্লিষ্টতার কথা জাতিসংঘের রিপোর্টে উল্লেখ করা ভারতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার একটি বড় ফলাফল হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারত ২০২৩ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে টিআরএফ-এর বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে তুলে ধরেছে। ২০২৪ সালের মে মাসে ভারত একটি বিশদ ডসিয়ার জাতিসংঘে জমা দেয় এবং টিআরএফ-এর কার্যক্রম, ভারতে হামলা এবং পাকিস্তানের সহায়তার বিষয়ে ব্রিফ করে।

এছাড়াও, টিআরএফ-কে সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন' এবং 'বিশ্বব্যাপী বিশেষভাবে চিহ্নিত সন্ত্রাসী' হিসেবে ঘোষণা করেছে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, টিআরএফ বারবার ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যুক্ত থেকেছে এবং পাহালগাম হামলার দায়ভার এর উপর বর্তায়।

টিআরএফ ২০১৯ সালে গঠিত হয় এলইটি-এর প্রক্সি হিসেবে। ভারত ২০২৩ সালে টিআরএফ-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সংগঠনটি অনলাইনের মাধ্যমে যুবকদের জঙ্গি কারাকলাপে নিযুক্ত করছে, অস্ত্র ও মাদক পাচার করছে এবং সীমান্তের ওপার থেকে সমর্থন ও অনুপ্রবেশে সাহায্য করছে। এর প্রতিষ্ঠাতা শেখ সাজ্জাদ গুল বর্তমানে ভারতীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন ইউএপিএ-র অধীনে ঘোষিত সন্ত্রাসী।পাহালগাম হামলার তদন্তে উঠে আসা তথ্য ও সংঘটিত 'অপারেশন মহাদেব' কেবলমাত্র একটি সফল সামরিক অভিযান নয়, বরং এটি পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদ এবং তাদের ছদ্মবেশী সংগঠনগুলির মুখোশ খুলে দেওয়ার একটি বড় দৃষ্টান্ত। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং গোয়েন্দা সংস্থার ঐক্যবদ্ধ ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক পরিসরে এই সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির প্রকৃত চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই অভিযান এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ভারতের সন্ত্রাস বিরোধী প্রচেষ্টাকে শুধু আরও শক্তিশালী করে তুলছে না, বরং বিশ্ববাসীর সামনে পাকিস্তানের ভূমিকাকেও তুলে ধরছে আরও স্পষ্টভাবে।

টসুনামি ঢেউ হাওয়াই উপকূলে পৌঁছেছে, বন্দর বন্ধ, জাহাজগুলোকে উপকূলের বাইরে থাকতে নির্দেশ

হাওয়াই, ৩০ জুলাই — রাশিয়ার কামচাটকা উপদ্বীপের কাছে আজ বুধবার সকালে ৮.৮ মাত্রার ভূমিকম্পের পর, টসুনামি ঢেউ হাওয়াইয়ের উপকূলে আঘাত হেনেছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে, যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড সমস্ত হাওয়াই বন্দর বন্ধ করে দিয়েছে এবং বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে পোর্ট থেকে বেরিয়ে উপকূলের বাইরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে।

কোস্ট গার্ডের ওশেনিয়া জেলা-এর এক কর্মকর্তা জানান, 'হাওয়াইয়ের সমস্ত বন্দরই নতুন জাহাজের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। যেসব জাহাজ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কাছে বা হাওয়াইয়ের বন্দরে আসার পথে আছে, তাদের উপকূলের বাইরে থাকতে হবে যতক্ষণ না পরিস্থিতি শান্ত হয়।'

হাওয়াই রাজ্যের গভর্নর জোশ গ্রিন ঘোষণা করেছেন যে, মাউই থেকে সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং এতে হাওয়াই থেকে যাওয়া ও আসার সব বিমান চলাচল স্থগিত করা হয়েছে। এ ঘোষণার মাধ্যমে হাওয়াই রাজ্য একটি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।

এটি ছিল একটি অতিশয় শক্তিশালী ভূমিকম্প, যা ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছিল এবং এটি ছিল শ্যালো (উঁচু তলদেশের) ভূমিকম্প। ভূমিকম্পটি প্যাসিফিক অঞ্চলে ব্যাপক টসুনামি সতর্কতা সৃষ্টি করেছে। উপকূলীয় এলাকাগুলিতে ১৩ ফুট (৪ মিটার) পর্যন্ত উচ্চতা পাওয়া টসুনামি ঢেউ আছড়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, যার প্রভাব রাশিয়ার পূর্ব উপকূল থেকে শুরু হয়ে জাপান, হাওয়াই, আলাস্কা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

হানালে-এ টসুনামি ঢেউয়ের উচ্চতা ৩ ফুট পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা একটি উপকূলীয় সমুদ্র স্তরের গেজ থেকে রেকর্ড করা হয়েছে। এর ফলে কর্তৃপক্ষ নিম্নভূমি এলাকার বাসিন্দাদের তাতণিকভাবে উঁচু স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।হাওয়াই অঞ্চলে বর্তমানে অতিরিক্ত ঢেউ এবং বিপজ্জনক প্রবাহ আরও বাড়তে পারে, এমন আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনগণ ও পর্যটকদের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে দূরে থাকার এবং সরকারি নির্দেশনা অনুসরণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।স্থানীয়রা এবং পর্যটকরা উপকূলীয় অঞ্চলে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে এবং সতর্ক অবস্থায় থাকতে নির্দেশিত হয়েছেন।সতর্কতা সত্ত্বেও, অতিরিক্ত ঢেউ এবং বিপজ্জনক স্রোত প্রবাহিত হতে পারে, এমন আশঙ্কা রয়েছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক, সমস্ত লোকজনকে উচ্চস্থানে সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে এবং সকল নাগরিককে অতি দ্রুত নিরাপদ স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সনাতনি হিন্দু সেবার উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ভারতীয় পণ্যে

● প্রথম পাতার পর

করেছেন, তা নিয়ে মুখ খুলল কেন্দ্র। বুধবার একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক জানায়, এই ঘোষণার বিষয়টি সরকারের নজরে এসেছে এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি ন্যায়সঙ্গত, ভারসাম্যপূর্ণ ও পারস্পরিক লাভজনক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। ভারত সেই লক্ষ্যেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।

রাজ্যের আইন

● প্রথম পাতার পর

হয়েছিল। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হাত ধরেই এই কংগ্রেস ভবনের উদ্বোধন হয়।। উদ্বোধনের একদিনের মধ্যেই নাশকতার আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় কংগ্রেস ভবনটি। কংগ্রেসের প্রচারসজ্জা অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে গতকাল রাতে জ্বালিয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে রাজের আনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

তাঁর কথায়, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা এমনকি নিরাপত্তা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এর বিরুদ্ধে প্রশাসন প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। রাজ্যজুড়ে হামলা-হুজ্জতি, বিরোধীদের উপর আক্রমণ, বিরোধীদের প্রচার শয্যায় আক্রমণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে রুখে তাড়ানোর আহ্বান করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। রাতের আঁধারে এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।

জনগণের প্রতিটি

● প্রথম পাতার পর

পাল তার চিকিৎসার সাহায্য চাইলে মুখ্যমন্ত্রী জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন। সাবুম মনুবাজারের অভিজিৎ লস্কর এসেছিলেন তার চোখের চিকিৎসায় সহায়তার আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী অভিজিৎ-এর সমস্যার কথা শুনে তার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। এছাড়াও বাধারঘাটের মৌসুমী সরকার, বড়দোয়ালীর বাসন্তি ভৌমিক সহ আরও অনেকে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে তাদের সমস্যা সমাধানে আশ্বস্ত হন।

আজকের এই মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, আই.জি.এম. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. দেবাশ্রি দেববর্মা, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরমনি দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরায় লুটের রাজত্ব

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। গ্রাহকের আপত্তি অগ্রাহ্য করে সরকারের তরফ থেকে স্মার্ট মিটার লাগানোর কথাই জনগনের প্রতিদিন বিক্ষোভে সামিল হচ্ছেন। তারপর সরকারের টনক নড়ছে না, বলে অভিযোগ করেন তিনি।

পাশাপাশি এদিনের জনসভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসার জন্য বিজেপি সরকার ২০১৮ সালে এবং ২০২৩ সালে ১০টি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোথাও বর্ধিত ট্যাক্সের কথা বলে নি। বর্তমানে ত্রিপুরায় যেভাবে ট্যাক্স বাড়ানো হচ্ছে তা অগ্রহণযোগ্য নয়।

তাঁর কথায়, কেন্দ্র বিজেপি সরকার ক্ষমতায় থাকলেও বিভিন্ন রাজ্যের সমস্যা সমাধান করতে পারছে না। কারণ, তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালনে সরকার সাহায্য করছে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ত্রিপুরায় নির্বাচনী জনসমাবেশের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কেন্দ্র সরকার আর্থিক সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কারণ, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষকে বিভ্রান্ত করে যেকোনোভাবে মসনদে বসা। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জনগণ।

এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। লাগামহীন দুর্নীতিতে ছেড়ে গেছে রাজ্যে। দুর্নীতির সমার্থক শব্দই হচ্ছে বিজেপি সরকার। ত্রিপুরায় লুটের রাজত্ব চলছে। তার সাথে তিপরা মথা যুক্ত হয়েছে। ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারকে আটকানোর জন্য তিপরা মথা বিজেপিকে রাস্তা করে দিয়েছিল। নির্বাচনে জয়ী হয়ে এডিসিকে লুটের রাজত্বে পরিণত করেছে। সরকারি কর্মচারীরা মাসের শেষে বেতন পাচ্ছে না। এডিসি এলাকায় স্কুল, কলেজে শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এডিসি এলাকায় জনগণ বিভিন্ন সমস্যায় সম্মুখীন হয়েছেন।

গ্রেপ্তার কুখ্যাত ডাকাত

● প্রথম পাতার পর

দক্ষিণ কদমতলা ৭ নম্বর ওয়ার্ডের জমির আলী (৪৭)। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে সেলিম উদ্দিনের নাম উঠে আসে এবং সেই খবরের ভিত্তিতেই রাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয় নগদ ১২,১০০ টাকা, একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন, তিনটি কিপ্যাড মোবাইল, ডাকাতিতে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জাম।

সবচেয়ে চমকে দেওয়ার মতো বিষয় হল, অভিযুক্তের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বিএসএফ জওয়ানের ইউনিফর্ম ও কুর্তি মাদ্রাসা থেকে চুরি যাওয়া একটি মিউজিক সিস্টেম। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা বিএসএফের পোশাক পরে গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জওয়ান পরিচয় দিয়ে ডাকাতি চালাত, যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে প্রতিরোধ না করে।

পুলিশের দাবি, এই ডাকাত দলটি শুধুমাত্র স্থানীয় নয়তাদের সঙ্গে রাজ্য ও বহির্বিভাগের আরও কয়েকজন কুখ্যাত অপরাধী জড়িত থাকতে পারে। ধৃতকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, এবং পুরো চক্রটিকে চিহ্নিত করতে তদন্তে জোরদার তৎপরতা চালাচ্ছে পুলিশ।

ছাত্রী তৃষার মৃত্যুর

● প্রথম পাতার পর

সদস্য লিসা বর্ধন জানান ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং দুঃখজনক। নিজেদের মতো করে তদন্ত শুরু করেছেন বাস্তব দিকটা যাতে তুলে ধরা যায় সেভাবেই তদন্ত শুরু হয়েছে। আজ এই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেবেন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে। এরপর উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। যদিও এই ঘটনায় ব্যথিত তৃষার সহপাঠী সহ বিদ্যালয়ের সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীরা তৃষা আত্মঘাতী হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষিকা বীনা দাস পাটারির কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে

● প্রথম পাতার পর

ইসলামিয়া ফাজিল উচ্চতর মাদ্রাসায় প্রায় সাড়ে তিনশো ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মাদ্রাসায় শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। এই অবস্থায় বিগত দুই দিন পূর্বে শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে মাদ্রাসার এরাবিক শিক্ষক সিরাজুল ইসলামকে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে। শিক্ষকের বদলীর খবর শোনে ছাত্র ছাত্রীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং উত্তেজিত ছাত্র ছাত্রীরা টিলাবাজার এলাকায় কৈলাসহর-রাঙ্গাউটি রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। যতক্ষন অব্দি দপ্তরের পক্ষ থেকে বদলীর আদেশ প্রত্যাহার করা হবে না ততক্ষণ অব্দি রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না বলে জানান অবরোধকারীরা।

এদিকে খবর পেয়ে কৈলাসহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ এবং টিএসআর অবরোধস্থলে হাজির হয়েছেন। রাস্তা অবরোধের ফলে নিত্য যাত্রী সহ পথচারীরা আটকে পড়েছেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা অবরোধস্থলে আসার কথা রয়েছে।

জাপানের উপকূলে

● প্রথম পাতার পর

যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, সুনামি সতর্কতা, প্রথমঢেউ আসবে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭:১০-এ। জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে জরুরি ব্যবস্থা নিন, প্রতি ঘণ্টায় আপডেট জানানো হবে। সেইসাথে ঘোষণা দেয়, 'সব দ্বীপে সতর্ক সংকেত বাজবে বিকেল ৪:১০-এ। হাওয়াই সুনামি সতর্কতায় রয়েছে। প্রথম ঢেউ পড়বে সন্ধ্যা ৭:১০-এ।

ফিলিপাইনে প্রেসিডেন্সিয়াল ব্রডকাস্ট সার্ভিস জানায়, ফিলিপাইন ইনস্টিটিউট অব ভলকানোলজি অ্যান্ড সিসমোলজি অনুসারে, রাশিয়ার কামচাটকা উপকূলে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের ফলে সুনামি সতর্কতা জারি হয়েছে। এক মিটারের কম উচ্চতার সুনামি ঢেউয়ের আশঙ্কা রয়েছে এবং দুপুর ১:২০-২:৪০ এর মধ্যে প্রথম ঢেউ আঘাত হানতে পারে। সকলকে উপকূলীয় এলাকা ও সমুদ্রতট এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রাশিয়া, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইনসহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জরুরি পরিষেবাগুলো উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। উপকূলীয় এলাকার মানুষদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে ও কর্মকর্তাদের নির্দেশনা মেনে চলতে অনুরোধ করা হয়েছে। পরবর্তী সুনামি ঢেউয়ের গতিপ্রকৃতি নিরীক্ষা করা হচ্ছে এবং আরও আপডেট আসবে।

বুধবার ভোররাতে রাশিয়ার কামচাটকা উপদ্বীপে রিখটার স্কেলে ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানার পর তীব্র সুনামি ঢেউ আছড়ে পড়েছে জাপানসহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন অঞ্চলে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা নিশ্চিত করেছে, ভূমিকম্পের উৎপত্তি পেত্রোপাভলোভস্ক-কামচাটস্কি শহর থেকে প্রায় ১১৯ কিমি দূরে। তার জেরে চার মিটার (প্রায় ১৩ ফুট) পর্যন্ত উঁচু সুনামি ঢেউ রাশিয়ার উপকূলে আছড়ে পড়ে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কামচাটকার উপকূলসহ এপিসেন্টারের কাছাকাছি এলাকাগুলিতে জনসাধারণকে দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। চার মিটার পর্যন্ত উঠেছিল ঢেউয়ের উচ্চতা এবং ঘরবাড়ি ও স্কুলসহ একাধিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

জাপানে, হোক্কাইডোর দক্ষিণ উপকূলের টোকাচিতে ৪০ সেন্টিমিটার উচ্চতার এবং পূর্ব হোক্কাইডোর নেমুরোতে ৩০ সেন্টিমিটার উচ্চতার সুনামি ঢেউ রেকর্ড হয়েছে। জাপান মেটেরোলজিক্যাল এজেন্সি জানিয়েছে, উপকূলীয় এলাকায় জরুরি সতর্কতা জারি রয়েছে এবং বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে যেতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আলাস্কা, হাওয়াই, চিলি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, নিউ জিল্যান্ড সহ একাধিক দেশ ও অঞ্চলে উচ্চ সতর্কতা ঘোষণা করা হয়েছে। হাওয়াইয়ের হনলুলু শহরে সতর্ক সংকেত বাজানো হয়েছে এবং প্রশাসন অধিবাসী ও পর্যটকদের দ্রুত উঁচু স্থানে আশ্রয় নিতে অনুরোধ জানিয়েছে। প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার থেকে বলেছে, 'জীবন ও সম্পদ রক্ষায় জরুরি পদক্ষেপ নিন।

রাশিয়ার কুরিল দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর সেভেরো-কুরিলস্কে প্রথম সুনামি ঢেউ এসে পৌঁছায় বলে স্থানীয় গভর্নর নিশ্চিত করেছেন এবং বাসিন্দাদের আগে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এ ভূমিকম্পটি ছিল সাম্প্রতিক দশকের অন্যতম শক্তিশালী, ফলে প্রধানত রাশিয়া ও জাপানের উপকূলীয় অঞ্চল এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ অংশে দীর্ঘ সময় ধরে সতর্কতা বজায় ছিল। জাপানের হোক্কাইডো ও আশেপাশে ৩০—৪০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ঢেউ, কোথাও কোথাও একাধিক মিটারের সতর্কতা ছিল।

জাপানে এবারের সুনামি সতর্কতা মূলত উপকূলীয় অঞ্চলজুড়ে, বিশেষ করে "হোক্কাইডো" থেকে শুরু করে "ওয়াকায়ামা" পর্যন্ত কয়েকশ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলে জারি হয়েছে। এছাড়া, সতর্কতার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে হোক্কাইডো(উত্তর জাপান)। সেখানে অবস্থিত উপকূলীয় শহর টোকাচি ও নেমুরো। মূল দ্বীপ হোনশু-এর উত্তর ও পূর্ব উপকূল। ওয়াকায়ামা (মূল দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল)। কিছু রিপোর্টে টোকিও-র উপকূলবর্তী অঞ্চলও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও জনসাধারণকে উপকূলবর্তী শহর ও গ্রামগুলি থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভূমিকম্পের পরপরই রাশিয়া, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্রগুলিতে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। কামচাটকা উপদ্বীপজুড়ে ৩ থেকে ৪ মিটার (১০ থেকে ১৩ ফুট) উচ্চতার সুনামি তরঙ্গ রেকর্ড করা হয়েছে। আশপাশের উপকূলীয় এলাকাগুলো থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ উচ্চভূমিতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

চীনের পূর্ব উপকূলেও সুনামি আঘাত হানতে পারে বলে সতর্ক করেছে দেশটির জাতীয় সম্পদ মন্ত্রণালয়। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সতর্কতা ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পের ফলে একটি সুনামি সৃষ্টি হয়েছে, যা চীনের কিছু উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতি করতে পারে। তরঙ্গের উচ্চতা ৩০ সেন্টিমিটার থেকে ১ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

পেরুর নৌবাহিনীও তাদের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য সুনামি সতর্কতা জারি করেছে। জাতীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্রের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দেশটির 'হাইড্রোগ্রাফি ও ন্যাভিগেশন অধিদপ্তর' এক বিবৃতিতে জানায়, এই ভূমিকম্পটি পেরুর উপকূলজুড়ে সুনামির সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

ইকুয়াডরের 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সচিবালয়' গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের জন্য 'প্রতিরোধমূলক সরিয়ে নেওয়া' কার্যক্রম চালু করেছে। এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়, গ্যালাপাগোস দ্বীপাঞ্চলের জন্য সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর আওতায় সমুদ্রভিত্তিক কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে এবং সৈকত, জেটি ও নিম্নাঞ্চলগুলো থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভূমিকম্পের প্রভাব ইতোমধ্যেই জাপান ও রাশিয়ার কিছু অঞ্চলে সুনামি আঘাত হানার মাধ্যমে দেখা গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উপকেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকাগুলো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে এবং সেখানে বড় ধরণের সুনামি তরঙ্গ আঘাত হানতে পারে। চূড়ান্ত সতর্কতায় থাকা অঞ্চলসমূহ হল, রাশিয়ার দূরপ্রাচ্য অঞ্চল, জাপানের উপকূল, হাওয়াইসহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত অঞ্চলের অঞ্চলসমূহ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, চীন, পেরু, ইকুয়াডর, অন্যান্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ।

রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় কামচাটকা উপদ্বীপে আঘাত হানা ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্প এবং এর জেরে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলীয় বিভিন্ন অঞ্চলে সুনামি সতর্কতা জারির পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশবাসীকে "সাবধান ও সাহসী" থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক্স-এ এক পোস্টে বলেন, প্রশান্ত মহাসাগরে সংঘটিত বিশাল ভূমিকম্পের কারণে হাওয়াইয়ের জন্য একটি সুনামি সতর্কতা এবং আলাস্কা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত উপকূলের জন্য সুনামি ওয়াচ জারি করা হয়েছে। জাপানও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় রয়েছে। দয়া করে সর্বশেষ তথ্যের জন্য প্রতিনিয়ত আপডেট খবরে নজর রাখুন। সাহস রাখুন, নিরাপদে থাকুন।

রাশিয়ার কামচাটকা উপদ্বীপের উপকূলে আঘাত হানা ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর সম্ভাব্য সুনামির হুমকিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল এবং হাওয়াইতে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক করেছে সান ফ্রান্সিসকোর ভারতীয় কনস্যুলেট।

বুধবার কনস্যুলেট জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ইন সান ফ্রান্সিসকো এক্স-এ পোস্ট করে জানায়, রাশিয়ার কামচাটকা উপদ্বীপের উপকূলে আঘাত হানা ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর সম্ভাব্য সুনামি হুমকির বিষয়ে আমরা সতর্ক আছি। ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য পশ্চিম উপকূলবর্তী রাজ্য ও হাওয়াইতে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের জন্য নিচের পরামর্শসমূহ জারি করা হয়েছে।

ভারতীয় নাগরিকদের জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, স্থানীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রের সুনামি সতর্কতা কেন্দ্রের নির্দেশনা সতর্কভাবে অনুসরণ করতে হবে। সুনামি সতর্কতা জারি হলে দ্রুত উচ্চভূমিতে সরে যেতে হবে। উপকূলীয় এলাকা এড়িয়ে চলতে হবে। জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। মোবাইল ডিভাইস ও জরুরি যোগাযোগের যন্ত্রপাতি চার্জে রাখতে হবে। ভারতীয় কনস্যুলেট জরুরি হেল্পলাইন নম্বর ১-৪১৫-৪৮৩-৬৬২৯ চালু করেছে। এছাড়া, ইমেইল ত্রদ্রব্ভন্থ্রা.ন্ত্রগদ্দব্রথ.দ্ধব্বন্থদ্র যোগাযোগ করতে বলেছে।

মেধাবী ছাত্র মৃনাল খানের চিকিৎসার খোঁজখবর নিলেন স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুলাই: বিশালগড় নারাউরা টিলার মেধাবী ছাত্র মৃনাল খানের অসুস্থতার খবর পেয়ে এলাকারই তরুণ বিধায়ক তথা সুশান্ত দেব ছুটে যায় মৃনালের বাড়িতে। গরিব মেধাবী শয্যাশায়ী মৃণালের অসুস্থতার সকল বিষয়ে খবর নেয় সুশান্ত দেব। মৃনালের মায়ের সাথে কথা বলে পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। তার চিকিৎসা সংক্রান্ত সব রকমের দায়িত্ব নিয়েছেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত।

প্রসঙ্গত, শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন অধরা গরিব মেধাবী পড়ুয়া মৃণাল খানের। বিগত দুই বছর ধরে ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী বিশালগড় নারাউরা টিলা এলাকার চিনুয়ারা খাতুনের একমাত্র সন্তান মেধাবী মৃণাল খান। সে বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করার পর বিএড কোর্স করেছে। বিএড কোর্স করার সময় হঠাৎ করে তার মাথাব্যথা শুরু হয়। মাথা ব্যাথা শুরু হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়। পরবর্তী সময়ে চিকিৎসক বলেছেন তার ব্রেন টিউমার ধরা পড়েছে। দুইবার তার মা অনেক কষ্ট করে অর্থরাশি জোগাড় করে অপারেশন করিয়েছে। আরো একবার অপারেশন করতে হবে বলে জানান চিকিৎসক। কিন্তু মৃণালের পরিবার অত্যন্ত গরিব টাকা-পয়সা কিছুই নেই হাতে। কিভাবে ছেলেকে বাঁচাবে সে চিন্তায় ভিভোর অসুস্থ মৃনালের মা চিনুয়ারা বেগম। তার দরিদ্রতার খবর পেয়ে এলাকরই বিধায়ক সুশান্ত দেব অসুস্থ শয্যাশায়ী মৃনালের সমস্ত চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন।

স্মার্ট মিটার প্রত্যাহারের দাবিতে ধর্মনগরে সিপিআইএমের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ জুলাই : উত্তর জেলার জেলা সদর ধর্মনগরে টানা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সিপিআইএম-এর পক্ষ থেকে আজ একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন প্রান্ত পরিক্রমা করে মিছিলটি নেতাজি মূর্তির পাদদেশে এসে শেষ হয়, যেখানে দলটির পক্ষ থেকে একটি গণ অবস্থান কর্মসূচিও গৃহীত হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর সিপিআইএম-এর অঞ্চল সম্পাদক অভিজিৎ দে, রতন রায় সহ বহু দলীয় কর্মী-সমর্থক। স্মার্ট মিটার লাগানো এবং বিদ্যুৎ বিলে অযৌক্তিক বৃদ্ধি জনজীবনে যে চরম ভোগান্তি সৃষ্টি করেছে, তারই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ ও গণ অবস্থানের আয়োজন করা হয়।

অভিজিৎ দে তাঁর বক্তব্যে জানান, অবিলম্বে স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার করতে হবে এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে সিপিআইএম।

আহত যুবক

● আটের পাতার পর

বাইরে কোন চিকিৎসালয়ে পাঠানো হতে পারে। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেন্টুর পরিবার পরিজন সহ মনোরঞ্জনদাস পাড়ায় তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। মামলা রুজু হয়েছে থানায়। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ত্রিপুরা টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই:মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহার সঙ্গে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে ত্রিপুরা টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধিদল সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাৎকারকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারক উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনাকালে রাজ্যের চা শিল্পের বিকাশে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও উদ্যোগসমূহ প্রাধান্য পায়। সাক্ষাৎকারের সময় ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মানিকলাল দাস সহ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান অঞ্জন দাস, সম্পাদক ভাস্কর প্রসাদ চালিহা সহ অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩টি রেশম শিল্প কেন্দ্র এলাকায় ৩০.৫০ একর জমিতে তুঁত বাগান করার লক্ষ্যমাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই:চলতি অর্থবছরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর, চম্পকনগর ও ডুকলি এই তিনটি রেশমশিল্প কেন্দ্র এলাকার ৭৫টি পরিবারের ৩০.৫০ একর জমিতে তুঁত বাগান করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে মোহনপুরে ৩০টি, ডুকলি ব্লকে ৫টি ও চম্পকনগরে ৪০টি পরিবারের জমিতে এই ভূঁতচাষ করা হবে।

ইতিমধ্যে মোহনপুরের ১৭টি, ডুকলি ব্লকের ৫টি এবং চম্পকনগরের ৩৯টি পরিবারের জমিতে তুঁত চারা রোপন করা হয়েছে। গত অর্থবছরে এই তিনটি রেশমশিল্প কেন্দ্র এলাকায় ১৬৫০.৮৫ কেজি রেশমগুটি উৎপাদিত হয়েছিল।

আশারামবাড়ীতে বিজেপির প্রতিনিধি দল, কথা বললেন আহতদের সাথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: আশারামবাড়ীতে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান চলাকালে বিজেপির নেতাকর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এ ঘটনার খোঁজখবর নিতে আজ বিজেপির এক প্রতিনিধি দল এলাকা সফর করেছেন। খোয়াই আশারামবাড়ি কেন্দ্রে তুলাশিখর ব্লকের অন্তর্গত তকছাইয়া এলাকায় প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত অনুষ্ঠানে হামলার ঘটনার পর আজ মন্ত্রী সান্তনা চাকমা এবং প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার এবং বিধায়ক রামাপদ জমাতিয়ার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন এবং আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন। পরিদর্শন শেষে খোয়াই জেলার পুলিশ সুপারের সাথে মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী সান্তনার চাকমা হামলাকারীদের নাম না প্রকাশ করেই হুশিয়ারি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এই ঘটনায় তিপ্রা মথাকেই দায়ী করেছে। ঘটনা সুষ্ঠু তদন্তক্রমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে বলে আশ্বাস প্রকাশ করেছেন বিধায়ক।

স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন দাবিতে কাঞ্চনপুরে সরব সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৩০ জুলাই: স্মার্ট মিটার বাতিল, বিদ্যুৎ, সিএনজি, পিএনজি ও জলের বিল এবং গোমতী দুধের দাম কমানোর দাবিতে সিপিআইএম কাঞ্চনপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আজ কাঞ্চনপুর বাজারস্থ কর্মচারী সমন্বয় সমিতির মাঠে এক দু'ঘণ্টার গণ অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই গণ অবস্থানে সভাপতিত্ব করেন সিপিআইএম রাজ্য নেতৃত্ব ললিত দেবনাথ।

বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম কাঞ্চনপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক আসিস নাথ, প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিআইএম নেতা রাজেন্দ্র রিয়াং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব নেতা সুভাষ নাথ, নারী নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একাধিক নেত্রীগণ এবং অন্যান্য স্থানীয় পার্টি কর্মীবৃন্দ।এদিন ছিল কাঞ্চনপুরের সাপ্তাহিক হাটবার বুধবার। ফলে বাজার এলাকায় আগত সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে বহু মানুষ এই গণ অবস্থানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের সমর্থন জানান।

আসিস নাথ তাঁর বক্তব্যে বলেন, "বর্তমান ডাবল ইঞ্জিন সরকার গত সাত বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে কোনও নতুন উন্নয়নমূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। উল্টো, প্রতিদিন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিও আজ গরিব মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে।"তিনি সরকারের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "যদি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তবে সিপিআইএম বৃহত্তর গণআন্দোলনে শামিল হবে।"

আগামী ২ আগস্ট সনাতনী হিন্দু সেনার প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই:২ আগষ্ট সনাতনী হিন্দু সেনার প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে দিব্যাংগজনদের বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে।

ধর্মীয় অরাজনৈতিক সংগঠন সনাতনী হিন্দু সেনা প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আগস্ট মাসের ২ তারিখ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে ১৪৭ জন দিব্যাঙ্গজনদের বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস ,মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। বুধবার আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য জানায় সনাতনি হিন্দু সেনার রাজ্য সভাপতি তাপস মজুমদার।

রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাস বোর্ড বিতরণ এবং নতুন কমিটি গঠন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ জুলাই: তেলিয়ামুড়া রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে স্মার্ট ক্লাস বোর্ড এবং নতুন কমিটি গঠন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। রোটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে স্মার্ট ক্লাস বোর্ড প্রদান উপলক্ষে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, সম্মানিত অতিথি, ড: সুবল দেবনাথ, সম্মানিত অতিথি, ডাঃ স্বপন ভৌমিক, রাস্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক সুখেন্দু দাস সহ অন্যান্যরা।

তেলিয়ামুড়া শিশু মালঞ্চ স্কুলে স্মার্ট বোর্ড প্রদান করা হয় রোটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে। এছাড়া ছয়জন চিকিৎসককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করাহয়। উনারা হলেন ডাঃ অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য, ডাঃ বিধান গোস্বামী, ডাঃ বিপ্লব নাথ, ডাঃ অনিদিতা দত্ত, ডাঃ সুবল দেবনাথ, ডাঃ সঞ্জয় কুন্ডু।

ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হল মেগা রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ জুলাই: ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হল মেগা রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর ধর্মনগরে আজ সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ জেলা শাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল একটি মেগা রক্তদান শিবির ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির। এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা পরিষদের সভাপতি অপর্ণা নাথ, উত্তর জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দন, পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই, ধর্মনগর পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন মিতালী দাস সেন, ভাইস চেয়ারপারসন মঞ্জু নাথ, ও ধর্মনগর মহকুমা শাসক সজল দেবনাথসহ জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক ও সরকারি কর্মচারীরা।

অনুষ্ঠানের সূচনায় অতিথিবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করেন। উল্লেখযোগ্য যে, কিছুদিন আগে ধর্মনগর জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে একটি প্রশাসনিক বৈঠকে ধর্মনগর বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন রক্তদানের পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই আলোচনার ভিত্তিতে আজকের এই মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তর জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দন বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম আজ ৭০ থেকে ৭৮ জন রক্তদান করবেন, কিন্তু জানানো হয়েছে আজকের শিবিরে ১০০-রও বেশি মানুষ রক্ত দান করতে চলেছেন। এটা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। তবে শুধু সরকারি কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করে এই কর্মসূচিকে দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব নয়। তাই সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে রক্তদানের মতো মহৎ উদ্যোগে।

শিবিরে জেলা সদর ও আশপাশের এলাকা থেকে উৎসাহী রক্তদাতা ও সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ধরনের কর্মসূচিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

মৎস্যজীবী ইউনিয়ন এর ১১তম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ জুলাই: সিপিএমের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুধবার "ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্যজীবী ইউনিয়ন এর ১১তম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্যজীবী ইউনিয়ন এর১১তম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বুধবার।

সম্মেলনের মূল কাজ শুরু হওয়ার আগে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য মৎসজীবী ইউনিয়ন এর রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব মনিন্দ্র চন্দ্র দাস, সি পি আই এম রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, সি পি আই এম তেলিয়ামুড়া মহকুমা সম্পাদক সুভাস নাথ সহ অন্যান্যরা।

সম্মেলন শেষে পুরনো কমিটি ভেঙে ৪৫ জনের নতুন মহকুমা কমিটি গঠিত হয়। সর্বসম্মতি ক্রমে নতুন কমিটির সম্পাদক এবং সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয় যথাক্রমে জহর দাস ও অমূল্য দাসকে।

মনু নদীতে প্রায় ৩৫ হাজার মাছের চারা পোনা মজুত করণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩০ জুলাই:আজ জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী মৎস্য যোজনার অধীনে কৈলাশহরের মনু নদীতে প্রায় ৩৫ হাজার মাছের চারা পোনা মজুত করণ করা হয়েছে।

মৎস্য উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ২ লক্ষ মাছের চারা পোনা মনু নদীর বিভিন্ন দিকে ছাড়া হবে বলে দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়েছে কলা শহরের কামরাঙ্গা বাড়ির নূতন ব্রিজের পাশে।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহরের ফিশারী দপ্তর এর সুপারটেন্ডেড প্রণব কান্তি দেবনাথ, ফিশারী অফিসার অঞ্জন দাস, জেলা ফিসারী আধিকারি তারেন্দ্র দেববর্মা, গৌরনগর ভিডিও নবারুন চক্রবর্তী, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বিনয় সিনহা সহ আরো অনেকেই সাথে ছিল ওই এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

ধানের চারা রোপন করলেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩০ জুলাই:রাজ্যসরকার চাইছে কৃষকদের আয় দ্বিগুন করতে। রাজ্যসরকারের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তর। বুধবার জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে দেবদারু এলাকায় কৃষকদের জমিতে গিয়ে আরকেভিওয়াই প্রকল্পে ধানের চারা রোপন করার পদ্ধতি দেখালেন জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তর।

আজকের এই ধানের চারা রোপনে কৃষকদের জমিতে ছুটেযান জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস, জোলাইবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান অশোক মগ, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুজিত দত্ত, শান্তির বাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, জোলাইবাড়ী ব্লকের এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট জয়দেব দত্ত।

জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই ধানেরচারা রোপন কর্মসূচীতে এলাকার লোকজনেরা ব্যাপক উৎসাহের সহিত অংশগ্রহন করেন ও এইভাবে কৃষকদের সাহায্যেরহাত বারিয়ে দেওয়াতে জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জাগুনের কাছে মাদক পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ, ৫২ গ্রাম হেরোইনসহ দুই গ্রেপ্তার

তিনসুকিয়া, আসাম: এক গুরুত্বপূর্ণ মাদকবিরোধী অভিযানে তিনসুকিয়া জেলার লেখাপানি থানার অন্তর্গত লেখাপানি এবং জাগুন ফাঁড়ির পুলিশ মঙ্গলবার ভোরে দুই পরিচিত মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং বিপুল পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার করেছে।

নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে, কর্তৃপক্ষ ফাইভ মাইল এলাকার কাছে একটি মারুতি ইকো গাড়ি আটকায়। পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশির পর, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা গাড়ির সিটবেল্ট ব্যবস্থার নিচে একটি গোপন কম্পার্টমেন্ট থেকে ৫২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেন।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন রাজু চেয়ী (৩৮) এবং বিষ্ণু চেয়ী (৩১), উভয়ই তিনসুকিয়া জেলার পেঙ্গেরি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই চালানটি মণিপুর থেকে এসেছিল এবং জাগুনের দিকে যাচ্ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা অবৈধ মাদক পাচারের একটি পরিচিত ট্রানজিট পয়েন্ট।

তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন যে জব্দ করা হেরোইন একটি বৃহত্তর চালানের একটি অংশ মাত্র। সতর্কতা হিসেবে, গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত লুকানো মাদকদ্রব্য সনাক্ত করার জন্য যান্ত্রিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এটি ভেঙে পরিদর্শন করা হচ্ছে।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এলাকাবাসীর পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ জুলাই:ফের রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন এলাকাবাসীরা। ধর্মনগর শহরের একাধিক ওয়ার্ডে রাস্তাঘাটের বেহাল দশা নিয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ আজ বিস্ফোরিত হল ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে। ধর্মনগর পুরপরিষদের নির্লিপ্ততা এবং খামখেয়ালিপনার ফলেই সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।বুধবার সকালে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয়রা রাস্তাঘাটের করুন অবস্থার প্রতিবাদে গাছ ফেলে রীতিমতো রাস্তা অবরোধ করেন। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েও কোন প্রতিক্রিয়া না পাওয়ায় আজ বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নামেন বাসিন্দারা। অবরোধ চলাকালীন এলাকায় যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। তবে পরিস্থিতি যাতে অশান্ত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে ধর্মনগর থানার পুলিশ মোতায়েন ছিল।অবরোধকারী দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়লেও পুরপরিষদ নীরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে। বৃষ্টিপাত হলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে রাস্তাগুলি, গাড়ি চলাচল তো দূরের কথা, হাঁটাও অসম্ভব হয়ে ওঠে।অবরোধের প্রায় আধঘণ্টা পর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয়রা। শুধু ১৪ নম্বর ওয়ার্ড নয়, ধর্মনগরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে নাগরিক অসন্তোষ চরমে। শহরের উন্নয়নের নামে বরাদ্দ অর্থ কোথায় খরচ হচ্ছে, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। সাধারণ মানুষের বক্তব্য "পুরপরিষদ কেবল কাগজে-কলমে সক্রিয়, মাটিতে নেমে কাজ করার উদ্যম কোথাও নেই। "স্থানীয়রা জানান আগামী দিনে যদি এই পরিস্থিতির উন্নতি না হয়, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

বিভিন্ন দাবিতে গণ্ডাছড়ায় গণ অবস্থান সিপিএম'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৩০ জুলাই: স্মার্ট মিটার নিয়ে বেশ সরগরম গন্ডাছড়া মহকুমা। স্মার্ট মিটারের প্রতিবাদে রাইমাভ্যালি কংগ্রেস দলের বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করার পর ফের পথে নামলো সিপিআইএম দল। স্মার্ট মিটার, রেগা নিয়ে দুর্নীতি, পানীয় জলের তীব্র সংকট, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি সহ আরো বেশ কয়েকটি নিত্য পরিষেবা নিয়ে বুধবার গন্ডাছড়া মহকুমা সদরে গণ -মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং গণ -অবস্থান সংগঠিত করলো মার্কবাদী কমিউনিস্ট পার্টির গন্ডাছড়া মহকুমার বিভাগীয় কমিটি।

বুধবার গন্ডাছড়া মহকুমা সদরের সিপিআইএম দলের দলীয় অফিস থেকে কর্মী সমর্থকদের একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে মহকুমা সদরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুরাতন ব্লক চৌমুহনিতে উপস্থিত হয়। ওই চৌমুহনিতেই দুই ঘন্টার গণ অবস্থান করেন দলীয় কর্মী সমর্থকরা। বিভিন্ন দাবীর সমর্থনে শ্লোগান তুলেন কর্মী সমর্থকরা।

উক্ত মিছিল ও গণ -অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন নারী নেত্রী দশরানী ত্রিপুরা, নেতৃত্ব সুখরঞ্জন দাস, সুশান্ত হাজারী, সুমতিরঞ্জন চাকমা, সুবোধ মল্লিক, অভিলাশ সরকার, বিভাগীয় সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা এবং প্রাক্তন বিধায়ক ললিতমোহন ত্রিপুরা। গণ-অবস্থানে সভানেত্রীত্ব করেন নারী নেত্রী অর্চনা দাস। বৈদ্যতিন স্মার্ট মিটার, রেগায় দুর্নীতি, পানীয় জলের তীব্র সংকট এবং বর্তমান বাজারে শিশুদের দুধের মূল্য সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আকাশ ছুঁয়া মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বক্তা।

মণিপুরে অস্ত্র ও চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ৫ জন গ্রেফতার কেপিসি-এর ক্যাডারও ধরা পড়েছে

ইম্ফল, ৩০ জুলাই : মণিপুরে সন্ত্রাসবাদ ও সংঘটিত অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী। ২৮ ও ২৯ জুলাই ইম্ফল পূর্ব ও পশ্চিম জেলায় ধারাবাহিক অভিযানে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি-এর বিভিন্ন শাখার সক্রিয় সদস্যরাও রয়েছেন। অভিযানের সময় গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, চাঁদাবাজির প্রমাণ এবং মোবাইল ফোন।

প্রথম অভিযানে, মোহাম্মদ সামির খান ওরফে ইনাও (বয়স ৪৫) নামক এক ব্যক্তিকে ইম্ফল পূর্ব জেলার কাইরাং উমাং মায়াই লেইকাই এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। জানা গেছে, সে "নিংলমাচা" নামে একটি কুখ্যাত অপরাধচক্রের সক্রিয় সদস্য। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে: একটি .৩২ ক্যালিবার পিস্তল (ম্যাগাজিন ছাড়া), একটি ৯ এমএম পিস্তলের ম্যাগাজিন, একটি .৩২ ক্যালিবার গুলি, দুটি ৯ এমএম গুলি, একটি মোবাইল ফোন।

নিরাপত্তা বাহিনীর সূত্রে জানা গেছে, এই অস্ত্রগুলি দিয়ে সে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল, যার মধ্যে চাঁদাবাজি অন্যতম।

একই দিনে, অপর একটি পৃথক অভিযানে থিয়াম বয়নাও সিংহ (৪৭) নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। সে কেপিসি (পিপলস ওয়ার গ্রুপ)-এর সক্রিয় ক্যাডার বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাকে ইম্ফল পূর্বের হাওকিপ ভেং, মহাবলী নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে ধরা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি আধার কার্ড। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

পরদিন, ২৯ জুলাই, নিরাপত্তা বাহিনী যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে কেপিসি (মিলিটারি অ্যান্ড ফরেন লাইজন)-এর দুই সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেফতার করে।

প্রথম অভিযানে খৈদেম নংপোকনগবা সিংহ, ইম্ফল পূর্বের লামলাই মায়াই লেইকাই-এর বাসিন্দাকে নংগাদা আওয়াং লেইকাই এলাকা থেকে আটক করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, সে ১০ জুলাই রাতে নাপেট পাল্লি গ্রামে ঘটে যাওয়া গুলির ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। এছাড়া, সে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের জন্য অস্ত্র পরিবহণ ও গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখার কাজে লিপ্ত ছিল।

তার জবানবন্দির ভিত্তিতে দ্বিতীয় অভিযানে থোনাওজাম অশোককুমার সিংহ, থোউবল জেলার লাইফ্রাকপাম মামাং লেইকাই-এর বাসিন্দাকে ইম্ফল পশ্চিম জেলার সিংজামেই থানার অধীনে লাংথাবাল কুঞ্জা এলাকা থেকে থোনাওজাম অশোককুমার সিংহকে গ্রেফতার করে নিরাপত্তা বাহিনী। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল (ম্যাগাজিনসহ), দুটি মোবাইল ফোন, ৫১০ নগদ অর্থসহ একটি মানিব্যাগ এবং একটি আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়া, একই দিনে চূড়াচাঁদপুর ও ইম্ফল পশ্চিম জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী দুটি পৃথক অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে, যা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। চূড়াচাঁদপুর জেলার সংপি গ্রাম থেকে উদ্ধার হয়েছে চারটি ৯ এমএম পিস্তল (তিনটি ম্যাগাজিনসহ), ছয়টি সিঙ্গল ব্যারেল রাইফেল, একটি এম৭৯ গ্রেনেড লঞ্চার এবং একটি .২২ ক্যালিবার রাইফেল (ম্যাগাজিনসহ)।

অন্যদিকে, ইম্ফল পশ্চিমের সেকমাই থানার অন্তর্গত চানবিরোক হিল এলাকার নোবাপ মাখং অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে একটি এয়ার গান, একটি দেশি তৈরি লেথড টাইপ গান, একটি দেশি মর্টার, চারটি বাইপডযুক্ত দেশি 'পম্পি' গান, দুটি শেল টাইপ আইইডি, তিনটি পিভিসি পাইপ ফিটেড আইইডি, দুটি .৩০৩ এলএমজি ম্যাগাজিন (ফাঁকা), দুটি ৭.৬২ এলএমজি ম্যাগাজিন (ফাঁকা), চারটি বুলেটপ্রুফ প্লেট, দুটি ক্যামোফ্লাজ হেলমেট, দুটি বুলেটপ্রুফ ভেস্ট এবং একটি বাওফেং রেডিও হ্যান্ডসেট।

নিরাপত্তা বাহিনীর মুখপাত্র জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত এই বিপুল অস্ত্র ও বিস্ফোরকের উৎস, সংগঠনের নাম এবং তাদের ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়ে ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রশাসন দৃঢ়ভাবে জানিয়েছে, সন্ত্রাসবাদ এবং চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা হবে।

ক্যারাটে খেলোয়াড়দের মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে রাজ্য সংস্থার ব্যাপক কর্মসূচি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের ক্যারাটে খেলোয়াড়দের মান উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে দারুন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে পিনাকী চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা। সম্প্রতি ২৮ জুলাই থেকে চার দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলছে আগরতলার প্রাণকেন্দ্রে টিবি ইরাডিকেশন অ্যাসোসিয়েশন অডিটরিয়ামে। প্রথমবারের মতো বহিরাজ্য থেকে আন্তর্জাতিক মানের কোচ হেস্বো বংজঙ দারুণভাবে প্রত্যেককে প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। আগামী সময়ে স্থায়ী ভাবে এই আন্তর্জাতিক মানের কোচ রাজ্যের ক্যারাটে খেলোয়ারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আত্মনিয়োগ করবেন বলে জানানো হয়েছে। সারা রাজ্য থেকে বিশেষ করে আটটি জেলার প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও ১১৬ জন ৬ থেকে ৩০ বছর বয়সের ক্যারাটে প্রশিক্ষণার্থী ছেলে-মেয়েরা এই শিবিরে অংশ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অন্তিম পর্যায়ে আজ, বুধবার প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশংসা পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবর্ধিত করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের কোচ হ্যাঙ্গো বঙজংকে। বিকেলে প্রশিক্ষণ শিবির মঞ্চে রাজ্য সংস্থা আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন রাজ্য সংস্থার উপদেষ্টা তথা মুখপাত্র পিনাকী চক্রবর্তী। সাংবাদিক সম্মেলনে এবং সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে সর্বভারতীয় ক্যারাটে ফেডারেশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি নগেন বঙজং উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া রাজ্য সংস্থার কোষাধ্যক্ষ সুব্রত মিশ্র চৌধুরী প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, ত্রিপুরার অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল সুজিত রায়, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায় প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, আগামী ১১-১২ অক্টোবরে নর্থ-ইস্ট ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে রাজ্য দল অংশ নেবে বলে জানানো হয়েছে। আসন্ন ফেডারেশনের বর্ষ ব্যাপী টুর্নামেন্ট সমূহে রাজ্য দল অংশ নিতে পারবে বলেও এই সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়েছে। রাজ্য সংস্থার কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করছেন আগামী দিনে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ক্যারাটে খেলোয়াররা অংশগ্রহণ করবে এবং সাফল্য অর্জন করে পদক জিতে আনবে। পাশাপাশি রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে।

অনূর্ধ্ব ১৭ এস এম কাপ বালিকাদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের অনূর্ধ ১৭ বালিকা বিভাগে রাজ্যভিত্তিক আসরে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পেল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। বুধবার সকালে টুর্নামেন্টের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচের শেষে বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় ফাইনাল ম্যাচ। আর তাতেই অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা দখল করে নেয় স্পোর্টস স্কুলের মেয়েরা। এদিন সকালে প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় গোমতী জেলা ও খোয়াই জেলা। জমজমাট লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচটি শেষ হয়। নির্ধারিত সময়ের খেলায় ২-২ গোলে ফলাফল অমীমাংসিত থাকার পর ম্যাচ গড়ায় ট্রাই ব্রেকারে। আর সেখানেই বাজিমাত দেখায় স্পোর্টস স্কুলের মেয়েরা। ট্রাই ব্রেকারে স্পোর্টস স্কুল ৩-২ ব্যবধানে পরাজিত করে খোয়াই কে।

দিনের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় ধলাই জেলা ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। এই ম্যাচে স্পোর্টস স্কুল ৫-০ গোলের ব্যবধানে ধলাইকে হারিয়ে দ্বিতীয় দল হিসাবে ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নেয়। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় টুর্নামেন্টের ফাইনালে ম্যাচটি। তাতে মুখোমুখি হয় গোমতী জেলা ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। এই ম্যাচে লড়াইটা বেশ হাড্ডাহাড্ডি হলেও শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের ব্যবধানে গোমতী জেলাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা দখল করে নেয় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের মেয়েরা।

বৃহস্পতিবার ‘বিশ্বকাপে’ ভারত-পাকিস্তান সেমিফাইনাল সরে গেল স্পনসর, যুবরাজ-ধাওয়ানেরা খেলবেন ?

পহেলগাঁও কাণ্ডের জেরে ‘ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডস’ (ডব্লিউসিএল) প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বে ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচ বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ভারতের একাধিক ক্রিকেটার নাম তুলে নেওয়ায় এই সিদ্ধান্ত হয়। এ বার সেমিফাইনালেও মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। সেই ম্যাচ হবে কি না তা নিয়ে এখন থেকে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই ম্যাচের বিরোধিতা করে ভারতের একটি স্পনসরকারী সংস্থা নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে গ্রুপ পর্বে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছে ভারত। একটি জয়, তিনটি হার এবং একটি ম্যাচ বাতিল হয়েছে। গ্রুপে সবার উপরে শেষ করেছে ভারত। তারা চারটি ম্যাচ জিতেছে। একটি ম্যাচ বাতিল হয়েছে। প্রতিযোগিতার ফরম্যাট অনুযায়ী প্রথম এবং চতুর্থ স্থানে থাকা দল সেমিফাইনাল খেলবে। সেই অনুযায়ী ভারত এবং পাকিস্তানের ম্যাচ পড়েছে। তবে সেই ম্যাচ এখন অনিশ্চিত।

ভ্রমণ বিষয়ক একটি ওয়েবসাইট ডব্লিউসিএলে আর ভারতের স্পনসর থাকছে না। সংস্থার মালিক নিশান্ত পিট্টি জানিয়েছেন, যুবরাজ সিংহদের পারফরম্যান্সে তাঁরা গর্বিত। কিন্তু পাকিস্তান অন্য প্রতিপক্ষের মতো নয়। সন্ত্রাস এবং ক্রিকেট হাতে হাত মিলিয়ে চলতে পারে না। তাই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সঙ্গে ওই সংস্থা জড়িত থাকছে না।

উল্লেখ্য, তারা গ্রুপ পর্বের ম্যাচেও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। জানিয়েছিল, “দু’বছর আগে এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি হয়েছে। তার পরেও আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। এই প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের কোনও ম্যাচের সঙ্গে আমরা যুক্ত নই। আমরা ভারত চ্যাম্পিয়ন্সকে সমর্থন করি। ওদের পাশে আমরা রয়েছি। নীতিগত ভাবে পাকিস্তানের কোনও ম্যাচের প্রচার আমরা করব না।”

গ্রুপ পর্বের ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ হওয়া নিয়েও বিস্তর নাটক হয়েছিল।

ম্যাচ বাতিলের কারণে ভারত এক পয়েন্টে খুশি হলেও পাকিস্তান আপত্তি জানায়। আয়োজকেরা সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেছিলেন, “ইংল্যান্ড বোর্ডকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে না। ভারত চ্যাম্পিয়ন্স পয়েন্ট নিয়ে কোনও আপত্তি করেনি। কিন্তু পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স পয়েন্ট ভাগভাগিতে রাজি নয়। ওদের বক্তব্য, ভারতের আপত্তিতে ম্যাচ বাতিল হয়েছে। ওদের কোনও দায় নেই। তা হলে কেন ওরা পুরো পয়েন্ট পাবে না?” যদিও শেষমেশ দুই দলকেই এক পয়েন্ট করে দেওয়া হয়েছে।

দুই দেশের প্রাক্তনদের তীব্র বাদানুবাদও হয়েছে। শাহিদ আফ্রিদি নিশানা করেছিলেন শিখর ধাওয়ানকে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে না চেয়ে সবচেয়ে সরব হয়েছিলেন ধাওয়ানই। তিনি সমাজমাধ্যমে জানান যে, এই ম্যাচ খেলবেন না। পাশাপাশি আয়োজকদের ম্যাচ বাতিলের জন্য তাঁরা একটা চিঠিও লেখেন। সেই চিঠিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন ধাওয়ান। তার পরে আয়োজকদের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এই ম্যাচ হচ্ছে না। তার আগে অবশ্য হরভজন সিংহ, সুরেশ রায়না, ইরফান ও ইউসুফ পাঠান জানিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবেন না। কিন্তু ধাওয়ানের মতো কড়া প্রতিক্রিয়া তাঁরা দেননি।

আফ্রিদির মতে, ধাওয়ানের কারণেই খেলা ভেস্তে গিয়েছে। তিনি বলেন, “খেলা বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব কমায়। যদি সব কিছুর মধ্যে রাজনীতি চলে আসে তা হলে কী ভাবে আপনি এগোবেন? আলোচনা ছাড়া তো সমস্যা মিটবে না। কিন্তু কিছু করার নেই। একটা পচা ডিম আছে। সে সব নষ্ট করে দিচ্ছে।”

এই প্রথম নয়, এর আগেও সরাসরি কথার লড়াই হয়েছিল আফ্রিদি ও ধাওয়ানের। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর নিজের দেশের সমর্থনে মুখ খুলেছিলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা। ভারতীয়দের মধ্যে সকলেই পাকিস্তানের নিন্দা করেছিলেন।

তার মাঝেই পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে ভারতকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন আফ্রিদি। তার জবাবে ধাওয়ান লিখেছিলেন, “কার্গিলেও তোমাদের হারিয়েছিলাম। এত নীচে নেমেছ, আর কত নামবে? উল্টোপাল্টা মন্তব্য করার চেয়ে নিজের দেশের ভাল হয় এমন কোনও কাজ করো। ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আমরা গর্বিত।” আফ্রিদির নেতৃত্বাধীন সেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে ধাওয়ান খেলবেন না তা স্পষ্ট ছিল। সেই কারণেই হয়তো আফ্রিদি আবার ধাওয়ানকেই নিশানা করেছিলেন।

ঘোষিত এশিয়ান কাপের গ্রুপ বিন্যাস, শক্তিশালী জাপানের সঙ্গে একই গ্রুপে ব্লু টাইগ্রেসরা

থাইল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। ২০২৬ সালের মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান কাপ। তার আগে মঙ্গলবার, সিডনি টাউন হলে ঘোষণা হয়ে গেল টুর্নামেন্টের গ্রুপ বিন্যাস। সেখানে শক্তিশালী জাপানের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে ভারত।সি গ্রুপে রয়েছেন ব্লু টাইগ্রেসরা। জাপান ছাড়াও ভারতকে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হতে হবে ভিয়েতনাম এবং চাইনিজ তাইপেইয়ের সঙ্গে। তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে মোট ১২টি দেশকে। গ্রুপ এ-তে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, ফিলিপিন্স। বি গ্রুপে রয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চিন, উত্তর কোরিয়া, বাংলাদেশ এবং উজবেকিস্তান।

মহিলাদের এশিয়ান কাপের যোগ্যতা নির্ণয় পর্বে জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল ভারতীয় মহিলা দল। প্রথম ম্যাচে মঙ্গোলিয়াকে ১৩-০ গোলে হারিয়ে অভিযান শুরু করেছিল ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে তিমুর লেস্তেকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতের মেয়েরা। ইরাককে ৫-০ গোলে হারিয়ে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন সঙ্গীতা বাসফোর, মনীষা কল্যাণরা। কার্যত ‘ফাইনাল’ সেই ম্যাচে শক্তিশালী থাইল্যান্ডকে হারায় ভারত। আর তারপরেই সামনে বছর অস্ট্রেলিয়ায় হতে চলা এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যায় ভারতীয় মহিলা দল।যদিও আসন্ন এশিয়ান কাপে লড়াই আরও কঠিন। ফেডারেশনের লক্ষ্য থাকবে, তার আগে প্রস্তুতিতে কোনও রকম ফাঁক না রাখার। এরজন্য উচ্চমানের আন্তর্জাতিক শিবির তো বটেই, প্রয়োজন একাধিক প্রস্তুতি ম্যাচ খেলারও। এশীয় সেরাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলার জন্য ভারতীয় মেয়েদের প্রস্তুত করার দিকে নজর দিতে হবে ফেডারেশনকে। তাহলেই এশিয়ান কাপের মতো কঠিন প্রতিযোগিতায় সাফল্য আসবে।২০০৩ সালে শেষবার যোগ্যতার ভিত্তিতে মহিলা এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ২০২২ সালে আয়োজক দেশ হিসেবে এশিয়ান কাপ খেলে ভারত। এরপর আবার এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলতে দেখা যাবে ‘নীল বাঘিনী’দের। এখন দেখার, সেখানে ভারতীয় মহিলা দল কেমন খেলে?এশিয়া কাপে পাকিস্তানের সঙ্গে মাচ খেলা উচিৎ নয় ভারতের, মত আজহারউদ্দিনের মুম্বই: আগামী এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তান একই গ্রুপে রয়েছে। সূচি অনুযায়ী আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হওয়ার কথা দু দলের। কিন্তু প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিনের মনে হয় এই ম্যাচে ভারতের খেলা উচিৎ নয়। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তনের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি উঠেছিল। যদিও বিসিসিআই পরবর্তীতে এই নিয়ে কোনও অফিশিয়াল বিবৃতি দেয়নি। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এশিয়া কাপ।

সংবাদ সংস্থা আজহার বলেছেন, ""“এই মহূর্তে দেশের যা পরিস্থিতি। দু দেশের যা সম্পর্কের টানাপোড়েন, তাতে কোনওভাবেই এই মাচে ভারতের খেলা উচিৎ না। দেশের সবাই জঙ্গি হামলার ঘটনার পর আতঙ্কিত।"""” আজহার আরও বলছেন, ""“যদি একান্তই ভারত পাকিস্তানের বিরংদ্ধে খেলে, তাহলে আমার মতে সব সিরিজেই একসঙ্গে খেলা উচিৎ।

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কলকাতা লেক ক্লাবে

কলকাতা, ৩০ জুলাই: থ্যালাসেমিয়া রোগীদের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কলকাতা লেক ক্লাবে। এই প্রতিযোগিতা থেকে প্রাপ্ত অর্থ থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের সাহায্যে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। লেক ক্লাব, চেসমিট ফাউন্ডেশন এবং মাইন্ড গেইম চেস একাডেমির

যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় লটারির মাধ্যমে মোট ৭০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহন করেছেন। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এই প্রতিযোগিতায় সমানভাবে অংশ গ্রহন করেছেন। বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত খেলোয়াড়রাও অংশ গ্রহন করেছেন এই প্রতিযোগিতায়।

প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে জয়লাভ করলেন বর্ধমানের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দাবা প্রেমী অদিতি চট্টোপাধ্যায়। মহিলা বিভাগে মোট চারজন প্রথম বিভাগে জয়লাভ করেন। তাদের মধ্যে এছাড়াও রয়েছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, শান্তা বিশ্বাস, কল্পনা মিত্র। পুরুষ বিভাগে প্রথম হয়েছেন তিনজন, তারা হলেন অক্ষয় পাত্র, রাহুল মিত্র, কৌশিক পাল।

প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, সংস্থার চেয়ারম্যান ড. জয়ন্ত কুমার সরকার, সেক্রেটারি অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্ট মধুরিমা সেনগুপ্ত প্রমুখ।

গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া বলেন, 'আগের থেকে এখন অনেক বেশি দাবা আ খেলার প্রসার ঘটেছে। আগামী দিনে আরও পে বেশি মানুষ এগিয়ে আসবে এই খেলায়।' সেক্রেটারি অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় বলেন,

সাধারণ মানুষের মধ্যে দাবাকে আরও ছড়িয়ে দিতে ভবিষ্যতেও এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

কোপা আমেরিকার ফাইনালে ব্রাজিল

ছেলেদের ফুটবলে সময়টা ভালো না গেলেও মেয়েদের ফুটবলে দাপট ধরে রেখেছে ব্রাজিল। কুইটোয় বাংলাদেশ সময় আজ সকালে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে উরুগুয়েকে ৫—১ গোলে উড়িয়ে এই প্রতিযোগিতায় টানা পঞ্চম ফাইনালের দেখা পেয়েছে ব্রাজিল। এর আগে টানা চারবার ফাইনাল উঠে প্রতিবারই শিরোপা জিতেছে ব্রাজিলের মেয়েরা।

এখন পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতার ৯টি আসর মাঠে গড়িয়েছে, যার মধ্যে আটবারই শিরোপা জিতেছে ব্রাজিলের মেয়েরা। মাঝে একবার আর্জেন্টিনা শিরোপা জেতায় একটু ছন্দপতন হয়েছিল ব্রাজিলের। এখন দলটির অপেক্ষা নবম শিরোপা ঘরে তোলার। ফাইনালে আগামী শনিবার বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত তিনটায় কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল।

এবারের ফাইনাল অবশ্য আগের আসরের ফাইনালকেই যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে। ২০২২ কোপা আমেরিকার ফাইনালেও মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল---কলম্বিয়া। ফাইনালে স্বাগতিক কলম্বিয়াকে ১—০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল ব্রাজিল।

অনূর্ধ-১৮ ক্লাব ক্রিকেটে ব্লাডমাউথকে হারিয়ে মৌচাকের জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলমান অনূর্ধ-১৮ আন্তঃ ক্লাব বয়সভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে টানা দ্বিতীয় জয় অর্জন করল মৌচাক ক্লাব। রোমাঞ্চকর এই লড়াইয়ে তারা ব্লাড মাউথ ক্লাবকে ৯ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করে। অন্যদিকে, ব্লাড মাউথ ক্লাবের জন্য এটি টানা তৃতীয় হার। ৫০ ওভারের খেলায় প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে মৌচাক ক্লাব ৪৮.৫ ওভার খেলে ২২৮ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে জয় চক্রবর্তী সর্বাধিক ৬৭ রান পায় এছাড়া সিদ্ধার্থ দেবনাথের ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য। ব্লাড মাউথের বোলার অরীশ মজুমদার এবং শুভদীপ পাল দুজনেই ছত্রিশ করে রান দিয়ে তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব ২১ ওভার খেলে নয় উইকেট হারিয়ে ৮৭ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ পুরোপুরি থেমে যায়।

মৌচাকের সামনে ২১ ওভারে ৯৭ রানের টার্গেট ধরা হলে মৌচাক ক্লাব ৯ রানের ব্যবধানে জয়ী হয়। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ভিজেডি মেথডে মৌচাকের পক্ষে এটি দ্বিতীয় জয়। ব্লাড মাউথের দ্বীপ দে সর্বাধিক ৩৫ রান পেয়েছিল। মৌচাকের জয় অধিকারী ১৩ রানে তিনটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। উদীয়মান ক্রিকেট প্রতিভাদের নিয়ে গঠিত এই প্রতিযোগিতায় মৌচাক ক্লাবের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। অন্যদিকে, ব্লাড মাউথ ক্লাবকে তাদের খেলায় ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য পরবর্তী ম্যাচে আরও দৃঢ় পরিকল্পনায় নামতে হবে।

কিল্লায় থানসা ফুটবল টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। কিল্লা ঠিকাদার সমিতির উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত হলো “কে সি এ স্পোর্টস গ্র্যান্ড ওপেন থানসা কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫”যার মূল লক্ষ্যখেলাধুলার প্রসার এবং মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি।

উদয়পুর মহকুমার কিল্লা অঞ্চলের জয়িং মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় খাজুর এফসি বনাম খা বাক্সা এফসি। খেলার শুরু থেকেই স্টেডিয়াম জুড়ে ছিল প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস ও ক্রীড়াপ্রেমীদের ব্যাপক উপস্থিতি।দিনটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি কল্যাণ ও শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা শুভ সূচনা করেন এই টুর্নামেন্টের। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, খেলাধুলা কেবল শরীর চর্চা নয়, এটি সমাজকে গঠন করে। যুব সমাজকে নেশা থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলা হতে পারে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। খেলার মাঠ থেকেই শুরু হোক মাদকবিরোধী সংগ্রাম।মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা কে সি এ”র এই মানবিক ও সামাজিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এমন আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।টুর্নামেন্ট উপলক্ষে কিল্লা অঞ্চলে সৃষ্টি হয় এক উৎসব মুখর পরিবেশ। ক্রীড়া অনুরাগী, খেলোয়াড়, স্থানীয় জনগণ এবং বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গোটা এলাকা হয়ে ওঠে আনন্দঘন। এই টুর্নামেন্ট শুধুই একটি খেলার আসর নয়এটি এক সামাজিক আন্দোলনের সূচনা, যেখানে ক্রীড়া শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নেশামুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার।

‘আমাদের কি এখনও পরাধীন ভাবে?’ পিচ বিতর্কে ইংল্যান্ডের ‘দ্বিচারিতা’য় বিস্ফোরক ইরফান পাঠান

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টের আগে উত্তপ্ত ওভাল। মঙ্গলবার মাঠের মধ্যেই তীব্র বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর ও ওভালের পিচ কিউরেটর লি ফর্টিস। যার মূল কারণ ইংল্যান্ডের দ্বিচারিতা। যা একেবারেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠান। ইংল্যান্ডের আচরণের পালটা দিয়ে তিনি বলছেন, ‘আমাদের কি এখনও পরাধীন ভাবে?’

ওভালে মঙ্গলবার ভারতীয় দলের প্রথম অনুশীলন ছিল। সেখানে পিচ কিউরেটর ফর্টিসের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন গম্ভীর।

আঙুল উচিয়ে তাঁর দিকে তেড়েও যান তিনি। শোনা যায়, গম্ভীর বলেন, “আমরা কী করব, সেটা আপনি বলার কেউ নন।” জানা যাচ্ছে, ওভালের পিচ কিউরেটর ও অন্যান্য মাঠকর্মীরা গম্ভীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার হুমকি দেন। যার উত্তরে গম্ভীর বলেন, “যা খুশি করুন। যেখানে অভিযোগ করতে হয় করুন। আপনি একজন মাঠকর্মীর বেশি নন।”

কিন্তু কেন এই গন্ডগোল? পরে ভারতের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক জানান, গম্ভীরকে বলা হয় পিচের থেকে ২.৫ মিটার দূরত্বে বজায় রাখতে। কিন্তু সমস্যা হল, ইংল্যান্ডের কোচ ব্র্যান্ডন ম্যাকালাম দিব্যি পিচের মাঝে দাঁড়িয়েই ফর্টিসের সঙ্গে গল্প করছিলেন। এমন নয় যে, গম্ভীর স্পাইক পরে ছিলেন। তাঁর পায়ে জগারই ছিল। যা নিয়ে কোটাক বলেন, “আমি এরকম ঘটনা কোনওদিন দেখিনি।”

ইংল্যান্ডের এই দ্বিচারিতা নিয়ে বিস্ফোরণ পাঠানের। তিনি লেখেন, ‘ইংল্যান্ডের কোচ পিচে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু ভারতের কোচ পারে না। আমরা কি এখনও ঔপনিবেশিক সময়ে আছি নাকি?’ পরে তিনি আরও বলেন, “ওই পিচ কিউরেটর চিরকালই দুর্ব্যবহার করেন। বিদেশি কোচ ও অধিনায়কদের সঙ্গে সবসময়ই ঔদ্ধত্যপূরণ আচরণ করেন। গম্ভীরকে এখন ওরা খলনায়ক করে দেখাচ্ছে। যেন মনে হচ্ছে, আমরা এখনও ১৯৪৭-র সময়ে দাঁড়িয়ে।

বুমরাহকে নিয়ে ঝুঁকি নয়, শেষ টেস্টে না-খেলানোর পরামর্শ ভারতীয় দলের চিকিৎসকদের, চিন্তা বাড়ছে শুভমনদের

ওভালে পঞ্চম টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহের খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই। তাঁকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারতীয় দল। তাঁকে না খেলানোর পরামর্শ দিয়েছে বোর্ডের চিকিৎসক দল।

বুমরাহ পিঠে নতুন করে যাতে আর না চোট পান সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে না চাইলেও গৌতম গম্ভীর এবং শুভমন গিলেরা বুমরাহকে খেলাতে পারবেন না। ফলে ওভালে আবারও ভারতের পেস বোলিং বিভাগে বদল আসতে চলেছে।ইংল্যান্ড সিরিজ শুরুর আগে জানানো হয়েছিল, বুমরাহ তিনটি টেস্ট খেলবেন। তিনি ইতিমধ্যে তিনটি টেস্টে খেলে ফেলেছেন। ফলে পঞ্চম টেস্টে না খেলারই কথা। যে হেতু ওভালে ভারতের সামনে সিরিজে সমতা ফেরানোর সুযোগ রয়েছে, তাই বুমরাহকে খেলানোর একটা চেষ্টা চলছিল। যদিও তা সম্ভব হবে না। ম্যাঞ্চেস্টারে খুব একটা সাফল্য পাননি বুমরাহ। ধীরগতির, পাটা পিচে বুমরাহের বল কাজে লাগেনি। ৩৩ ওভার বল করে মাত্র দু’টি উইকেট পান। এক ইনিংসে তাঁর বল করা সর্বাধিক ওভার এটিই। প্রথম বার তিনি এক ইনিংসে ১০০-র বেশি রান দিয়েছেন। তার উপর, সিরিজের প্রথম টেস্টে বুমরাহের ৪২.৭ শতাংশ বল ঘণ্টার ১৪০ কিলোমিটারের উপরে ছিল। তা লর্ডসে কমে হয় ২২.৩ এবং ম্যাঞ্চেস্টারে ০.৫। সিরিজে বুমরাহ মোট ১৪টি উইকেট নিয়েছেন। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের পর গম্ভীর জানিয়েছিলেন, বুমরাহ খেলবেন। দু’দিন পরেই তাঁকে বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবারের অনুশীলন অনুযায়ী, আকাশদীপের ওভালে খেলার সম্ভাবনা। চতুর্থ টেস্টে কুঁচকির চোটের কারণে খেলতে পারেননি। তবে ওভালের সবুজ অনুশীলন পিচে তাঁকে স্বচ্ছন্দে বল করতে দেখা গিয়েছে। ওভালের পেস সহায়ক পিচে তাঁর বোলিং কাজে লাগতে পারে। মহম্মদ সিরাজ স্বাভাবিক ভাবেই আক্রমণের শুরুতে থাকবেন। তৃতীয় পেসার হিসাবে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং অর্শদীপ সিংহের মধ্যে কাউকে নেওয়া হবে। অর্শদীপেরই খেলার সম্ভাবনা বেশি। তাঁর টেস্ট অভিষেক হয়নি। তবে কাউন্টিতে বল করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

১৩ গোলের বন্যা! মঙ্গোলিয়াকে রেকর্ড গড়ে হারাল ভারতের মহিলা দল, একাই পাঁচ গোল করলেন পেয়ারি

পুরুষ দলের এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে ভারতের মহিলা ফুটবল দল এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বটা শুরু করল দারুণ ভাবে। তাইল্যান্ডের চিয়াং মাই স্টেডিয়ামে মঙ্গোলিয়াকে তারা হারাল ১৩-০ গোলে। মহিলাদের এশিয়ান কাপে এটাই ভারতের বৃহত্তম জয়। এর আগে দু’বার (১৯৯৭, ২০০৫) তারা ১০-০ ব্যবধানে গুয়ামকে হারিয়েছিল।একাই পাঁচটি গোল করেছেন স্ট্রাইকার পেয়ারি ঝাঝা। দু’টি করে গোল করেছেন সৌম্যা গুগুলথ এবং প্রিয়দর্শিনী সেল্লাদুরাই। একটি করে গোল সঙ্গীতা বাসফোর, রিম্পা হালদার, মালবিকা এবং গ্রেস ডাংমেইয়ের।সৌম্যার ক্রস থেকে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন সঙ্গীতা। দ্বিতীয় গোল করেন সৌম্যাই। তিনি রিম্পার ক্রস থেকে ভলি মেরে গোল করেন। বিরতির আগে দু’টি গোল করেন পেয়ারি।দ্বিতীয়ার্ধে ভারত আক্রমণের ঝাঁজ আরও বাড়িয়ে দেয়। গ্রেসের ক্রস থেকে হ্যাটট্রিক করেন পেয়ারি। ৫৫ মিনিটের মধ্যে আরও দু’টি গোল করেন পেয়ারি। ভারতের অষ্টম গোল সৌম্যার।এর পর ভারতের কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী কিছু বদল করেন। সেন্টার ব্যাক পূর্ণিমা কুমারী, প্রিয়দর্শিনী এবং মালবিকাকে নিয়ে আসেন।

জনজাতি সমাজপতিদের সাথে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: জনজাতি সমাজপতিদের এক প্রতিনিধি দল আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন ত্রিপুরা, রিয়াং, মগ ও মুরাসিং সম্প্রদায়ের সমাজপতিগণ।ত্রিপুরার ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং জীবিকা সম্পর্কে সমাজপতিগণ তাদের গভীর জ্ঞান এবং সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন।

এই ধরনের আলোচনা সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের পাশাপাশি জনজাতিদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক।

এই সৌজন্যমূলক আলোচনায় সমাজপতিগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অসহায় বৃদ্ধার বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই : রাতের আঁধারে হাত সাফাই করল চোরের দল। গতকাল গভীর রাতে নতুন বাজার বাঙালি পাড়া এলাকায় এক অসহায় বৃদ্ধার ঘরে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে চিকিৎসার জন্য রাখানগদ ১০ হাজার সহ স্বর্নালঙ্কার নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে নতুন বাজার বাঙালি পাড়া এলাকায় বৃদ্ধা মহিলা উজ্জ্বলা দেবনাথের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। তিনি গতকাল সন্ধ্যায় মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আজ সকালে স্থানীয় মানুষ ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান ঘরের মূল ফটক খোলা রয়েছে। তাছাড়া, ঘরের আলমারির ভাঙ্গা এবং ঘরের সকল জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে। সাথে সাথে স্থানীয়রা বাড়ির মালিক এবং পুলিশকে খবর দিয়েছেন। খরব পেয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। বাড়ির মালিক বলেন, চোরের দল হানা দিয়ে স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ ১০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান ট্রাফিক দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে ট্রাফিক দপ্তর। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় এই অভিযান চালানো হচ্ছে। মূলত ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং যান দুর্ঘটনা এড়াতেই এ ধরনের অভিযান বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক এসপি কান্তা জাহাঙ্গীর।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, মূলত যান দুর্ঘটনা রোধ করতে এবং ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এই বিশেষ অভিযান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই অভিযানে যারা বেআইনি পার্কিং করছেন এরকম ১২২৯ জনের বিরুদ্ধে চালান কাটা হয়েছে। ৪১১ জন অটোচালক যারা পারমিট আইন ভঙ্গ করেছেন

তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও নাম্বার প্লেট ইস্যুতেও বিভিন্ন বাইক এবং গাড়ির বিরুদ্ধে চালান কাটা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বাইক চালক যাদের বৈধ কাগজপত্র নেই তাদের বিরুদ্ধে ঐদিন চালান কাটা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক এসপি।

অ্যাম্বুলেন্স ও বাইকের সংঘর্ষ আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: অ্যাম্বুলেন্স ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে জাতীয় সড়কে। ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে গর্জি-সাব্রুম জাতীয় সড়কে একটি অ্যাম্বুলেন্স ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন বাইক আরোহী গুরুতর আহত হন। আহতরা হলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী , টুটন দাশ ও কল্যাণ মারাক। প্রত্যেকেই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন এবং গর্জি শুকনাছড়ি, নাতিনটিলা ও পেরাতিয়া এলাকার বাসিন্দা। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের গাড়িতে আহতদের গোমতী জেলা

ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের বিরুদ্ধে ৮ আগস্ট দেশব্যাপী আন্দোলন সিপিএম'র

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ৩০ জুলাই: আগামী ৮ আগস্ট দেশব্যাপী ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে সিপিআইএম। আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের তীব্র বিরোধিতা করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

তিনি বলেন, ভোটের মুখে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের মাধ্যমে মুসলিম ও তপশিলি জাতি অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর জনগণকে নিশানা করা হচ্ছে। কারণ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ বিজেপির দমনপীড়ন মেনে নেমে না। আর তারা যদি ভোট দেয় তাহলে ভোটের ফলাফলে বিজেপির হারা নিশ্চিত। তাই বেছে বেছে তাদের নাম এই সংশোধনের নামে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। তাদের বাদ দিয়ে দিলেই বিভিন্ন রাজ্যে ভোটে ভালো ফলাফল করতে পারবে বিজেপি। এই লক্ষ্যেই এই কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন মানিক সরকার।

তিনি আরো বলেন, বিহারেও বিজেপি জোটের অবস্থা ভালো নেই। তাই ভোটের মুখে নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করে এই সংশোধনের নামে অবিজেপিদের ভোটদান বাতিল করা হচ্ছে। একই কায়দায় ত্রিপুরাতেও এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তিপ্রা মথা। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত না করলে এর প্রতিবাদ না করলে গোটা দেশেই এই সংশোধনের নামে প্রকৃত ভোটারদের ভোটাধিকার বাতিল করা হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

তিনি আরো অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের রায় মানছে না। নির্বাচন কমিশন দ্বারা প্রদত্ত পরিচয়পত্রকে তারা মানতে নারাজ। আসলে বিজেপি জনগণের উপর আস্থা হারিয়েছে। জনগণও যে বিজেপির উপর থেকে আস্থা হারিয়েছে তা আঁচ করতে পেরেই এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনের মাধ্যমে ভোটার তালিকা পরিবর্তন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

নিজ বাড়িতে আসার ১৫ দিনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই : সাব্রুম ভুরাতলির আশিস দাস এবং প্রমিলা ত্রিপুরা কয়েক বছর আগরতলা বসবাস করেন। সম্প্রতি তারা বাড়ি ফিরেছিলেন। দাওয়াত অনুষ্ঠানও করেছেন। কিন্তু মঙ্গলবার আচমকাই রহস্যজনক তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সাব্রুম মহকুমার কলাছড়া এলাকার বাসিন্দা আশিষ দাস (৩১) দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আগরতলায় বসবাস করছিলেন। বিগত কিছুদিন পূর্বে তাঁর সহধর্মীনি প্রমিলা ত্রিপুরা (২৬) কে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বিগত ১৫ দিন পূর্বে বাড়ীর লোকজন সামাজিকভাবে আশিষ দাস ও প্রমিলা ত্রিপুরার বিয়ে দেন বলে জানান। গতকাল রাতে আশিষ দাসের বাড়ীতে প্রমিলা ত্রিপুরার পরিবারের লোকজনেরা গওয়প আশিষ দাস ও স্ত্রীকে মারধোর করে বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় আশিষ দাস ও তার সহধর্মীনি ঘরের দরজা বন্ধ করার পর অসুস্থ হয়ে পরে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকজন স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে দুইজনকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। হাসপাতালে আসার পর দুইজন মৃত্যুর মুখে ঢলে পরে। স্বামী ও স্ত্রীর একসঙ্গে এইভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য স্ত্রীর পরিবারের লোকজন দায়ী এমনটাই অভিযোগ পরিবারের লোকজনদের। তাই ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত চেয়ে ও ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবি করে সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্তারিত তুলেধেরন আশিষ দাসের মা। এইদিকে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

শান্তির বাজার থানার পুলিশ সমস্ত ঘটনার বিবরন জেনে নেন পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে। ময়না তদন্তের পর উঠে আসবে মৃত্যুর আসল রহস্য। মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনেরহাতে তুলে দেওয়া হয়।

২ আগস্ট রাজ্যে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৪৫ কোটি ৪৩ লাখ টাকা: কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা (পিএম-কিষাণ)-র ২০তম কিস্তির আওতায় ত্রিপুরার কৃষকদের জন্য সরাসরি পাঠাচ্ছে ৪৫ কোটি ৪৩ লাখ ৭৪ হাজার টাকা।

এই অর্থ আগামী ২ আগস্ট সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে বলে আজ ঘোষণা করেছেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে এডিনগরের স্টেট এগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশনে, যেখানে কৃষি মন্ত্রী নিজে উপস্থিত থাকবে।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যের কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং অটল সংকল্পের ফলেই কৃষিক্ষেত্রে রাজ্য অভাবনীয় অগ্রগতি করেছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার মিলিতভাবে কৃষকদের আর্থিক নিরাপত্তা ও কৃষির উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।তিনি জানান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ২ আগস্ট সকাল ১১টায় উত্তরপ্রদেশের বারাণসী থেকে সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে এই কিস্তির অর্থ ট্রান্সফার করবেন।মন্ত্রী আরও বলেন সেইদিন রাজ্যে পিএম-কিষাণ প্রকল্পে নথিভুক্ত কৃষকদের জন্য ৪৫ কোটি ৪৩ লাখ ৭৪ হাজার টাকা অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠানো হবে। এর আগে ১৯ কিস্তিতে এই রাজ্যের ২ লক্ষ ৮৪ হাজার কৃষক সরাসরি ব্যাংক একাউন্টে পেয়েছে ৮ শ ৪৪ কোটি টাকা।

পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী সরাসরি কৃষকদের সঙ্গেও কথা বলবেন। আমি সকলকে অনুরোধ করছি, আপনারা সকলে নিজ নিজ গ্রাম ও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলিতে (কেভিকেএম) গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনুন এবং অংশগ্রহণ করুন।' তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন এই সরকার সবসময় কৃষকদের পাশে রয়েছে এবং আগামীতেও থাকবে।

আটক বাংলাদেশী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩০ জুলাই: পরিবারের সাথে অভিমানের বসে সীমান্ত পেরিয়ে এসে পুলিশের হাতে আটক এক বাংলাদেশী যুবক। তার নাম গৌরমনি বৈদ্য। তার বাড়ি বাংলাদেশের. মৌলভীবাজারের গঙ্গানগর বলে জানিয়েছে সে। তাকে ধর্মনগর বাজার থেকে আটক করেছে বিএসএফ। জিজ্ঞাসাবাদে গৌরমনি জানায়, পরিবারের সাথে অভিমানের বসে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে কৈলাসহরে চলে আসে সে। কৈলাসহর থেকে ধর্মনগরে গিয়ে ধর্মনগর বাজারে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই বিএসএফ-এর নজরে পড়ে যান ওই যুবক। তখনই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায়, পরিবারের সাথে অভিমান, তাই অবৈধ উপায়ে সীমান্ত পেরিয়ে চলে এসেছেন। তার কথা শুনে চক্ষু চড়কগাছ প্রশাসনেরও।

রাতেই তাকে কৈলাসহর থানায় হস্তান্তর করা হয়। শেষমেশ, কৈলাসহর থানা থেকে তাকে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, পুলিশ গৌরমনিকে বিএসএফ এর হাতে তুলে দিয়েছে, শিগগিরই গৌরমনি বৈদ্যকে পুশ ব্যাক করা হবে, অর্থাৎ তাঁকে আবার বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

পুরোনো এক ঝগড়াকে কেন্দ্র করে প্রতিহিংসামূলক আক্রমণে গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩০ জুলাই: পুরোনো এক ঝগড়াকে কেন্দ্র করে প্রতিহিংসামূলক আক্রমণে গুরতর আহত এক যুবক। আহত যুবকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় একটি মোবাইল ফোন। সংবাদ লেখা পর্যন্ত গুরুতর আহত যুবক গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসারত রয়েছেন। নেশাখোর দুস্কৃতকারীর আক্রমণে মাথা ফেটে যায় ওই যুবকের। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনোরঞ্জনদাস পাড়ায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গন্ডাছড়া মহকুমার মনোরঞ্জনদাস পাড়ার বাসিন্দা যুবক সেন্টু দাস(৩০)। মহকুমার মনোরঞ্জনদাস পাড়ার পিছলি গাছ চৌমুহনিতে ছোট্ট একটি মুদি দোকান চালিয়ে সংসার প্রতিপালন করে আসছে। অভিযোগ গত কয়েক মাস পূর্বে মহকুমার ষাটকার্ডের বাসিন্দা তথা গন্ডাছড়া বাজার লাগোয়া পাকা সেতুর পাড়ের মাংস বিক্রেতা সম্রাট দাসের সঙ্গে সেন্টু দাসের সামান্য কোন কিছু নিয়ে বচসা হয়। এর রেশ ধরে গত বেশ কিছুদিন ধরেই সম্রাট দাস নাকি সেন্টু দাসকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে আসছিলো। এরমধ্যে বুধবার সেন্টু দাস দোকানের বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে গন্ডাছড়া বাজারে আসে। অটো স্ট্যান্ড -এর পাশে মানিক বনিকের দোকানের সামনে আসতেই পিছন দিক থেকে সেন্টু দাসের উপর আক্রমণ চালায় মহকুমার ষাটকার্ডের বাসিন্দা মাংস বিক্রেতা সম্রাট দাস।

কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই সম্রাটের লোহার রডের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সেন্টু দাস। আক্রমণকারী গুরুতর আহত সেন্টুর পকেট থেকে দামী মোবাইলটিও ছিনিয়ে নেয়। রডের আঘাতে মাথা ফেটে রক্তাক্ত হওয়া সেন্টু দাসকে সঙ্গে সঙ্গে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে আনা হলে ফেটে যাওয়া মাথায় সেলাই সহ অন্যান্য চিকিৎসা করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসকরা জানান সেন্টুর মাথার আঘাত খুবই গুরতর। স্ক্যান করার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস ভবনে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা দুষ্কৃতীদের, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: রাতের আঁধারে নতুন উদ্বোধন হওয়া কংগ্রেস ভবনে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। এমনই অভিযোগ এনে আজ থানায় মামলা দায়ের করলেন কংগ্রেস কর্মীরা। ঘটনা দক্ষিণ ত্রিপুরার ৩৯-মনু বিধানসভা ক্ষেত্রের চালিতাছড়ি এলাকার কংগ্রেস ভবনে।

উল্লেখ্য, গত সোমবার ২৪ জুলাই এই কংগ্রেস ভবনের উদ্বোধন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। কিন্তু আজ গভীর রাতে দুষ্কৃতিকারীরা অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালায়। ভবনের বাইরে থাকা দলীয় পতাকা, ফেস্টুন ও আলোকসজ্জা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার জেরে এলাকায় পাড়াতে ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আজ মনুবাজার থানায় জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃদুল পাটারী ও নেতা চেলাফু মগ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

স্মার্ট মিটার বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে সিপিএম'র গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৩০ জুলাই: বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, জল কর বৃদ্ধি, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, স্মার্ট মিটার লাগানোর বিরুদ্ধে, দুধের দাম বৃদ্ধির বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে বামফ্রন্ট বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির মিছিল ও গন অবস্থান।

বুধবার দুপুরে বামফ্রন্ট বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে রাজ্য ভিত্তিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে এক মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এক নং টিলা এসে শেষ হয়, সেখানে গন অবস্থান সংগঠিত করে।সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য বিধায়ক দীপংকর সেনের সভাপতিত্বে শুরু হয় গন অবস্থান। গন অবস্থানে আলোচনা রাখতে গিয়ে সিপিআইএম নেতৃত্বরা মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সকল অংশের জনগণ কে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন।বামফ্রন্ট বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির আয়োজিত মিছিল ও গন অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিজয় তিলক, রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব মজুমদার,বিধায়ক অশোক মিত্র,সিপিআইএম বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক মন্ডলির সদস্য নির্মল ভৌমিক, মহকুমা কমিটির সদস্য রিপু সাহা,অরুপ মজুমদার, সহ বামপন্থী বিভিন্ন গনসংগঠনের কর্মি সমর্থকগন।

মাছ ধরতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: মাছ ধরতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু এক যুবকের। সাঁতার জানা সত্ত্বেও জলে ডুবে মৃত্যু হল নিকেশ দাস(২২) নামেএক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকালে রংদ্রসাগরে। মৃত যুবকের বাড়ি মেলাঘর পালপাড়া এলাকায়।

জানা যায় বুধবার দুপুরে নিকেশ দাস ও প্রীতম দাস রুদ্রসাগরে মাছ ধরতে যায় নৌকা নিয়ে। রংদ্রসাগরে মাছ ধরার সময় নিকেশ দাস ও প্রীতম দাসের নৌকা উল্টে যায়। সাঁতার কেটে উঠে আসার সময় হঠাৎ তলিয়ে যায় নিকেশ। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেয় স্থানীয় দমকল বাহিনীকে। দমকল কর্মী এবং স্থানীয়দের সহায়তায় মৃতদেহ উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক নিকেশকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

কিন্তু সাঁতার জানা সত্ত্বেও কিভাবে তার মৃত্যু হল তা নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এদিকে যুবকের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তার পরিবারের সদস্যরা। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

সরকার পাহাড়ি জুম চাষিদের জীবনমান উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: মন্ত্রী বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই: সরকার পাহাড়ি জুম চাষিদের জীবনমান উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নতুন সড়ক প্রকল্প ও জুমভিত্তিক সমবায় গঠনের মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলোকে ধীরে ধীরে মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। আঠারোমুড়া পাহাড়ের রিয়াং জনবসতি হাধুপা এলাকা পরিদর্শনে একথা বলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

আঠারোমুড়া পাহাড়ে জীবন-সংগ্রাম এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন জনজাতিরা। জুম চাষে ভরসা রিয়াং সম্প্রদায়ের। আধুনিক সভ্যতার আলো থেকে বহু দূরে, ত্রিপুরা রাজ্যের আঠারোমুড়া পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে আজও শতাধিক রিয়াং জনজাতি পরিবার প্রাচীন 'জুম চাষ'-এর উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করছে। ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি পথ, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের অভাব, আর দুঃসাধ্য জীবনের মাঝেও তারা টিকে আছেন ঐতিহ্যবাহী কৃষিপদ্ধতির উপর ভরসা করে।

এই এলাকাজুড়ে বসবাসরত পরিবারগুলির মূল জীবিকা 'জুম চাষ', যেখানে বনভূমি পরিষ্কার করে আগুন দিয়ে জমি তৈরি করে ধান, আদা, কুমড়ো, লঙ্কা, বরবটি সহ নানা পাহাড়ি ফসল চাষ করা হয়। বছরের পর বছর তারা এইভাবেই জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন, অথচ সরকারিভাবে কৃষিঋণ বা বিশেষ কোনো সহায়তা আজও তাঁদের হাতে পৌঁছায়নি। পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে এখনও পৌঁছায়নি বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানীয় জল কিংবা পাকা সড়ক। চিকিৎসা ও শিশুদের শিক্ষালাভদুই-ই রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, বহু পরিবার খাদ্যসংকটেও পড়ে।জানা গেছে, আগে একটি জমিকে ১৫-২০ বছর বিশ্রামে রেখে পুনরায় ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বনভূমির পরিমাণ হ্রাস ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এখন মাত্র ২-৩ বছর পরই সেই জমিতে আবার চাষ করতে হচ্ছে, ফলে মাটির উর্বরতা দ্রুত নষ্ট হচ্ছে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে, আঠারোমুড়া পাহাড় অঞ্চলের বেশ কয়েকটি পরিবার এখনও ডিজিটাল জুম প্রকল্প, কৃষি সহায়তা বা খাদ্য নিরাপত্তা তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদিও কিছু এলাকায় টিটিএডিসির তরফে কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছে, তবে তা পাহাড়ের গভীরে পৌঁছাতে পারেনি।

এই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও এমডিসি ভূমিকা নন্দ রিয়াং পরিদর্শনে যান হাধুপা এলাকায়। তারা সরাসরি ব্রু রিয়াং সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে কথা বলেন, তাঁদের জীবনযাত্রা, সমস্যাবলী এবং সরকারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। দেখা যায়, বহু পরিবার এখনও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কর্মসংস্থানের পথও সীমিত।মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "সরকার পাহাড়ি জুম চাষিদের জীবনমান উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নতুন সড়ক প্রকল্প ও জুমভিত্তিক সমবায় গঠনের মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলোকে ধীরে ধীরে মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।"

তিনি ছেলেমেয়েদের শিক্ষালয়ে পাঠানো, বাল্যবিবাহ রোধ ও নেশামুক্ত সমাজ গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।জুম চাষ একদিকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, অন্যদিকে একটি পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা কৃষিপদ্ধতি। কিন্তু এই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন আধুনিক কৃষিপদ্ধতির সঙ্গে সমন্বয় ও সরকারিভাবে যথাযথ সহায়তা।বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে এই দুর্বোধ্য অঞ্চলের মানুষদের জীবনে আলোর ছোঁয়া পৌঁছে দিতে নতুন উদ্যোগই এখন আশার আলো।

দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন লীনা

আগরতলা, ৩০ জুলাই।। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টে চোখের দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যা নিয়ে আসা মোহনপুরের বাসিন্দা লীনা দত্ত মোদক(৫২)চিকিৎসার ফলে আবার তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। লীনা দত্ত মোদক হঠাৎ করেই তাঁর চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিলেন, যার ফলে তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে ছিলেন। তাঁর শরীরে উচ্চমাত্রায় ডায়াবেটিস ছিল এবং ভিইপি টেস্টে চোখের স্নায়ুতে মারাত্মক ডিমাইলিনেশন সনাক্ত করা হয়।লীনার চিকিৎসা শুরু হলে তাঁর বিপিএল কার্ড থাকায় চিকিৎসা খাতে ব্যয়ের জন্য কোনও সমস্যা হয়নি। তিনি জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ওয়ার্ডে ১৫ জুলাই, ২০২৫ ভর্তি হন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর(ডাঃ) মানিক সাহার আন্তরিকতা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন উদ্যোগের ফলে নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রভূত উন্নত সাধন হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ)তপন মজুমদার এবং জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে যত্নবান।এর ফলস্বরূপ একের পর এক রোগী চিকিৎসার সুফল পাচ্ছেন। অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথের তত্ত্বাবধানে লীনা দত্ত মোদককে এক লাখ টাকার Rituximab ইনজেকশন দেওয়া হয়। চিকিৎসা চলাকালীন, লীনার দৃষ্টি ধীরে ধীরে ফিরে আসে এবং তিনি আবার দেখতে পান।আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথ এর নেতৃত্বে ডাঃ অভিজিৎ আচার্য, ডাঃ পৌলোমী নাগ, ডাঃ শুভ্রজিৎ দাশ, ডাঃ অর্ক প্রভা রায় চৌধুরী এবং ডাঃ সুপ্রতীম সাহা সহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মহিলাকে চিকিৎসা করেন। এই চিকিৎসাপর্বে নার্সিং অফিসার ইনচার্জ ছিলেন সেবিকা দত্ত এবং অন্যান্য স্টাফ নার্স ছিলেন রোজী চক্রবর্তী, আরনিকা সিনহা, আবুল হোসেন এবং সুরজিৎ সুব্রধর। তাদের অবদানও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯ জুলাই,২০২৫ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। চিকিৎসায় সুস্থ হবার পর, লীনার পরিবার ও পরিজনেরা ডাঃ আবির লাল নাথের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas